গীত-নৈবেদ্য

ডাক্তার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

গীত-নৈবেদ্য

ডাক্তার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—
"মন্দিরা"
বেলাবাগান, বৈদ্যনাথ-দেওঘর (বিহার)
—ও—
"সুভাষ লাইব্রেরী"
১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—।৵০ মাত্র

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
মন্দিরা, বেলাবাগান
বৈদ্যনাথ-দেওঘর।

[প্রথম সংস্করণ]

শ্রীশিবরাম ঝা কর্ত্তৃক মুদ্রিত
সাহিত্য প্রেস,
বৈদ্যনাথ-দেওঘর।

সূচী-পত্র

ভুল সংশোধন।

—নিবেদন—

এই পুস্তকের অনেক গানে স্থানে স্থানে ভুল ক্রমে (ু) পরিবর্ত্তে (ূ) ছাপা হইয়াছে আধিক্য বশত তাহা প্রদর্শিত হইলনা তজ্জন্য স হৃদয় পাঠক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। বাকি কতিপয় ভুল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা	গান সংখ্যা	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১০	১১	বাস্তবের	বাস্তবের
৫	১২	৩	মরিয়ে	মরি যে
৯	২২	৬	মানষ	মানস
১০	২৪	৩	আগমনি	আগমনী
১২	২৯	১	মনেয়	মনের
১৩	৩১	৩	করুণ	করুণা
১৩	৩১	৫	রারে	বারে
১৩	৩২	৮	বেন	জেনো
১৭	৪১	৭	প্রয়ান	প্রয়াণ
২৭	৬১	৪৭	বাবে	যাবে
২৮	৭০	সুর	কাফি সিন্ধ	কাফি সিন্ধু
২৯	৭৩	৮	অঞ্চলি	অঞ্জলি
২৯	৭৩	৯	পোবিন্দের	গোবিন্দের
৩৫	৮৮	৪	রাখিয়ে	রাখি যে
৩৭	৯৪	৫	ছাড়াবে	ছড়াবে
৩৭	৯৫	২	আনিবার	অনিবার
৪৪	১১৪	৪	কেরিলে	কোরিলে

পৃষ্ঠা সংখ্যা	গান সংখ্যা	লাইন সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭	১২১	৪	নিমগণ	নিমগন
৫৩	১৩৬	১	প্রেনালোকে	প্রেমালোকে
৫৩	১৩৬	৪	ক্রুর	ক্রুর
৫৩	১৩৭	২	বিম্ব	বিশ্ব
,,	,,	,,	সুমহাম	সুমহান
৫৪	১৩৮	৬	হেথা	হেথা
৫৬	১৪৩	১	বজিয়ে	বাজিয়ে
৫৯	১৫২	২	গুণাম্বিত	গুণান্বিত
৬০	১৫৩	৭	মাহামায়া	মহামায়া

গীত নৈবেদ্য

ভৈরব ১

(মোর) হৃদয় বেদীরো পরে বোস আসি অন্তরযামী।
মানস নয়ন ভরি তোমারে হেরিব স্বামী।
আমার মরম বীণা ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে লীনা,
গাহিবে তোমার গাথা সতত দিবস যামী।
ঘুচেযাবে চিরতরে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা,
লভিব সকল কার্য্যে জীবনের সার্থকতা।
ভেদ ভাব যাবে চলি সবারে আপন বলি,
হেরিব তোমার মাঝে সতত জগত স্বামী।

ললিত ২

যেমন অরুণালোক গগনের পুরো ভাগে,
ছড়ায় মধুর হাঁসি প্রীতির রক্তিম রাগে।
যেমন কুসুমাধরে মাধুরী আসিয়া ভরে,
বিহগের কলতানে যেমন পুলক জাগে।
কবে ভগবৎ প্রেম হৃদয় নিকুঞ্জে আসি,
ফুটাবে সেরূপ সেথা প্রীতির কুসুম রাশি।
মধুর সুরভী তার ভরিবে প্রাণ আমার
চির সুধাময় প্রেম ভকতির অনুরাগে।

কালাংড়া ৩

প্রভু কি দিয়া পূজিব তোমারে ?
দেবার মতনকিছু নাহি মোর অন্তরে।
আছে সেথা দুঃখদৈন্য চির হাহাকারে পূর্ণ,
আর আছে অহমিকা অজ্ঞান আঁধারে।
তুমি প্রভু কৃপাকরি, দাও পাত্র পূর্ণ করি,
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির কুসুমে ভরি।
তখন তোমারে আমি পূজিব জগত স্বামী,
সাদরে বসায়ে মোর হৃদয় মন্দিরে।

ভৈরবী ৪

কখন আসিলে আমার ঘরে।
তব আগমনে আমার মনে বাজিল বীণা মধুর সুরে।
কখন আসিবে আগে জানি নাই আন মনে আমি বসেছিলাম তাই,
সহসা লাগিল চোখে মোর আলো হেরিনু তুমি এসেছ ঘরে।
এসেছ যখন থাকিও না দূরে বোস আসি মোর বেদীরোপরে,
আছে ফুল তোলা গেঁথেছি মালা দোলাবো গলে ভকতি ভরে।

টোড়ী ৫

কেবা সাজাইল সুনীল গগনে আলোকরা গ্রহ তারা।
করিল শ্যামল ধরনী তল বৃক্ষ লতা ফুলে ভরা।
কাহার আদেশে রবি আলোদেয় বাতাস বহিয়া জীবন বাঁচায়,
গগনেতে হয় মেঘের উদয় বরষে বারি ধারা
জীব সকলের সম্ভোগের তরে কতো আয়োজনে ভোরে,
কেবা রাখিয়াছে এই ধরাতল যতনে পূর্ণ কোরে,
কেননা তাহার চরণেতে মন ভক্তিভরে আমি করি সমর্পণ।
কেননা তাহারে দেখিবার তরে সাধনা না হয় করা।

বসন্ত ৬

আবার এসেছে ফিরে বসন্ত ধরার মাঝে।
প্রকৃতি সেজেছে তাই মোহন কুসুম সাজে।
অশোক কিংশুক আর পলাশ কুসুম ভার,
ফুটিয়াছে থরে থরে শ্যামল বনানী মাঝে।
তমাল শাখেতে বসি পিক কল তানে গায়,
সুরের মায়াতে তার আকাশ ভরিয়া যায়।
শুধু মোর মন আজ পরেনি কুসুম সাজ,
গাহিছেনা কোন পাখী হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে।
আসে নাই প্রিয়তম হৃদয়ের অন্তপুরে,
তাহার বিরহে জল আসিছে নয়নে ভোরে।
কতোদিন পরে আর আসিবে ফিরে আবার,
আবার বসিবে আসি হৃদয়ের পদ্ম মাঝে॥

যোগিয়া ৭

এসো তুমি গিরিধারী।
গোকুলের চন্দ্র এসো মোহন বংশীধারী।
শিরে পরি শিখি পাখা এসো ত্রিভঙ্গ বাঁকা
গোপী জন বল্লভ ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কারী।
সঙ্গেলয়ে ব্রজবালা গলে পরি বনমালা,
বাজাও মূরলী তব রাস বিহারী কালা।
তোমার বাঁশরী সুরে জগত যাইবে ভোরে,
উঠিবে জগত বাসী পুলকেতে নৃত্য করি।
ঘুচে যাবে চিরতরে পরস্পরে ভেদ ভাব,
জাগিবে সবার প্রাণে একতার সদ্ভাব।
মতামত যাবে ভুলি সবে এক তান তুলি,
গাহিবে প্রেমের গাথা সারাটি জগত ভরি।

রামকেলি ৮

শ্যামা মায়ের চরণ তলে রাখো সদা মন।
সংসারেতে চাহ যদি মঙ্গল আপন।
অশেষ কল্যাণ দাত্রী মা আমার করুণা মূর্ত্তি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অনাদি কারণ।
ভক্তি ভরে ডাকো মাকে সদা জপ তাঁর নাম,
শোক দুঃখ দূরে যাবে হবে পূর্ণ মনস্কাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর মোক্ষের কল্যাণ ভার
নিজেরা আসিয়া তোমায় করিবে বরণ।

জৌনপুরী ৯

তোমার চরণে যেন সদা মোর মতি রয়,
এই ভিক্ষা কৃপা কোরে দাও মোরে দয়াময়।
নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া গৃহের কোনে,
তোমার পূজার প্রভু পাই যেন সময়।
তোমার করুণা ধারা আমার হৃদয়ে পশি,
ধুয়ে দেবে চিরতরে মনের কালিমা রাশি।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি তোমারে দেখিব খালি,
সারা বিশ্ব হয়ে যাবে মোর কাছে তুমি ময়।

মালকোষ ১০

শুধু আশার কুহকে ভুলে থাকা।
শুধু স্বপনের রাজ্য ধোরে রাখা।
শুধু আলেয়ারে ভেবে আলো তার পিছু ছোটা হল,
শুধু কল্পনার পটে সুখ ছবি আঁকা

বিফল আশায় দিন কেটে যায়।
সত্যের সন্ধান হইল না হায়।
কবে নয়ন খুলিবে সত্যেরে দেখিতে পাবে,
ঘুচে যাবে চিরতরে ভুল ধরে রাখা।
জ্ঞানের আলোকে হবো আগুয়ান,
ঘুচে যাবে কল্পনার ভান।
সত্যের পথে চলিয়া বাসত্তবের রাজ্যে আসিয়া,
সেথা আনন্দ পুরীর পাবো সহজেই দেখা।

আশোয়ারী ১১

বাজিয়া উঠিল বাঁশী সহসা হৃদয় মাঝে।
পারিনা রাখিতে মন আর আমি গৃহ কাজে।
বাঁশী বলে চোলে আয় সময় কাটে বৃথায়,
মিছে ধূলা খেলা করা আর কি এখন সাজে।
মোর কাছে চোলে আয় দেখিতে পাবিসে খেলা,
জনম জনম ধরি যাহা নাহি যাবে ভোলা।
যেখেলা দেখার তরে ভক্তগন যত্ন করে,
অনন্ত আনন্দ আছে লুকায়ে যাহার মাঝে।

বিভাস ১২

আঁধার যেমন আলোরে ধরিতে সতত ধাইয়া যায়,
যেখানে যায় সেখানে আঁধার আলোর দেখানা পায়।
তেমনি অজ্ঞান আঁধারে থাকিয়া, জ্ঞানের আলোক মরিয়ে খুঁজিয়া,
যেখানে যাই সেখানে আঁধার আলোক দেখানা যায়।
যেখানে আলোক আঁধার নাই উভয়ের সন্ধি স্থল,
সেখানে যদি যেতে পারি আমি সাধনা হবে সফল।
সেই সন্ধি স্থলে যখন আসিব উভয়েরে আমি দেখিতে পাইব,
আলোক তখন রবেনা থাকিতে দূরেতে ফেলি আমায়।

টোড়ী—ভৈরবী ১৩

আমি সারাটি জগত ঘুরিয়া বেড়াই শুধু তোমার নিকটে যাইনা।
আমি কতো বস্তুর সন্ধানে ফিরি শুধু তোমার সন্ধান চাই না।
নিদ্রায় আলস্যে দিন কেটে যায় আর কতো ভূল মিথ্যাভাবনায়,
শুধু তোমার চিন্তায় আর ভাবনায় সময় আমার লাগাই না।
এই রূপে আর অজ্ঞান আঁধারে কতো দিন কেটে যাবে,
জ্ঞানের আলোক কতো দিনে মোর অন্তরে প্রকাশ হবে।
নবীন উৎসাহে করিয়া নির্ভর তোমার উদ্দেশে হবো অগ্রসর,
যেন তোমার পথেতে চলিতে চলিতে পথ মাঝে আর দাঁড়াই না।

খাম্বাজ ১৪

তটিনী কাহার কথা কল তানে গেল বলিয়া
কাহার সৌরভ বুঝি মলয় আনে বহিয়া।
বৃক্ষ লতা কার পানে চেয়ে আছে এক মনে,
ফুলেরা কাহার সনে কহে মৃদু হাঁসিয়া।
কাহার পরশে বুঝি পুলকিত হোলো ধরণী।
পাখীরা মধুর কণ্ঠে গাহে কার আগমনী।
শুধু সে দূরেতে থাকে ধরা দেয় না মোর চোখে
শুধু ইসারায় বলেগেছে আছে বিশ্ব ভরিয়া।

খাম্বাজ-মিশ্র ১৫

তুমি কোথায় রয়েছ নিরজনে।
মোরে দাও না দেখা, থাকো সঙ্গোপনে।
দূরে থেকে বাঁশরী বাজাও কাছে ডেকে নিতে বুঝি চাও,
পথ কিন্তু মোরে নাদেখাও আমি ঘুরি বৃথা অন্বেষণে।

কতো দিন এমনি করে হায় কেটে যাবে আশা নিরাশায়,
কবে তোমার খেলা থামিবে কাছে মোরে টেনে লইবে,
তোমার কাছে মোরে রাখিবে তোমার চির সুখ প্রীতি বন্ধনে ॥

আড়ানা ১৬

আমারে কি লইবেনা ডাকিয়া।
যখন মিথ্যা মেলায় সংসার খেলায়
থাকিব আমি ভুলিয়া
লইবে আমারে যতন করে
অজ্ঞানের পর পারে তোমার ঘরে।
যতো ভুল ভয় মিথ্যা সংশয়
চিরন্তরে যাবে ঘুঁচিয়া
সেখানে তোমার মিলনের ঘরে
রাখিবে কি মোরে চির সাথী ? কোরে।
জ্ঞানের আলোকে প্রেমের পুলকে,
রাখিবে আমারে ভরিয়া।

বাহার ১৭

তোমারে দেখেছি স্বপনে।
তুমি এসেছিলে কাছে বসে ছিলে
আমার মনের কাননে।
জাগরণে আমি দেখিতে চাই,
যতো খুঁজি আমি কোথাও না পাই সদা মনে মনে ভাবি তাই
রয়েছ লুকায়ে গোপনে
কতো দিনে মুছিবে দুঃখ লেখা
এই আশা ধরে শুধু বসে থাকা।
অবশ্য তোমার পাবো আমি দেখা জীবনে না হয় মরণে

আড়ানা বাহার ১৮

কুসুম অধরে তার হাঁসি দেখেছি।
ফুলের সুবাসে মলয় বাতাসে সুখের আভাসে তার সাড়া পেয়েছি।
দিক বধূগায় তার স্তুতি গান, পাখীরা তুলেছে তারি কলতান।
প্রেমের নদীতে আসিয়াছে বান, হৃদয় নিকুঞ্জে তার বাঁশী শুনেছি।
কেমনেতে আর থাকি আমি ঘরে, সেযে লইয়াছে প্রাণ মনহোরে,
চলিতেছি তাই তারে ধরিবারে, নাগাল বুঝিবা তার আমি পেয়েছি।

জংলা ১৯

কবে বাহির হইব তোমার পথেতে?
চাহিবনা ফিরে পিছুন দিকেতে, চাহিবনা ঘরে ফিরিতে।
সর্ব্ব সিদ্ধিময় তব নাম স্মরি যাত্রা করিব সত্য পথ ধরি,
বাসনা কামনা প্রলোভন যত রাখিব সদা দূরেতে।
যখন করিয়া যাত্রা সমাপন দাঁড়াবো তোমার দ্বারেতে,
করুণা করিয়া নেবে নাকি মোরে তুলিয়া তোমার ঘরেতে?
সেখানে তোমার আনন্দ মন্দিরে দেবে নাকি ঠাঁই মোরে চিরতরে,
ফিরিয়া আসিতে হবেনা আমার শোক তাপ ভরা জগতে॥

ভীম-পলশ্রী ২০

আমার হৃদয় মাঝে তাহার দেখা যদি নাহি পাওয়া যায়।
সারা জগত খুঁজিয়া তাহার দেখা আমি পাবো কোথায়।
সেযে মোর অন্তরে বোসি বাজায় বাঁশী অহর্নিশি,
থাকি ব্যস্ত সদা বাহিরের কাজে আমি তাহার বাঁশী শুনিনাহায়।
বাহিরের দ্বার রুদ্ধ কোরে অন্তরের দ্বার রাখি খুলে,
নিরজনে যদি রোসে থাকি তাহার দেখা পাবো বলে।
হয়তো আমার হৃদয় মাঝে পাবো দেখিতে হৃদয় মাঝে
বাজাইছে প্রেমের বাঁশী সে আলো করি বোসি সেথা।

নট মলার ২১

হৃদয় কদম্ব মূলে এসো শ্যাম রায়।
বাজাও মূরলী তব বোসিয়া সেথায়।
বহাও উজান স্রোত মোর প্রেম যমুনায়।
পরাণ রাধিকা মোর ভকতি কুসুমাঞ্জলি
যতনেতে দিবে শ্যাম তোমার চরণে তুলি।
মরম বীণার তার তুলিয়া মৃদুঝঙ্কার
ছড়াবে সুষমা রাসি স্বর মূর্চ্ছনায়।

ভজন ২২

এসো হৃদি বৃন্দাবনে নবঘন শ্যাম।
মদন মোহন হরি ত্রিবঙ্কিম ঠাঁম।
সঙ্গে লয়ে রাধা প্যারী এসো তুমি গিরিধারী,
যমুনা তট বিহারী নয়ন অভিরাম।
বোস দোঁহে আসি মোর হৃদয়ের পদ্মাসনে,
হে'রিব যুগল শশী আমি মানব নয়নে।
পরাণ চকোর মোর আনন্দে হবে বিভোর,
চিরতরে হবো আমি পূর্ণ মনস্কাম

ঝিঁঝিট ২৩

দখিনা কাহার পিছু ধায়?
ফুলের সুবাস নিয়ে খুঁজিয়া বেড়ায়।
সে বুঝি আসিয়াছিল তার দেখা পেয়ে ছিল,
তাই পুন ছুটিতেছে দেখার আশায়।

সে যে বড় লীলাময় নয়ন আড়ালে থাকে,
সহজ উপায়ে কেহ দেখিতে পায়না তাকে।
দখিনা যদি আবার দেখা তুই পাস তার,
বলে যাস কি উপায়ে তারে পাওয়া যায়।

শঙ্করা ২৪

ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বায়।
হাঁসিছে পূর্ণিমা শশী দূর নীলিমায়।
কে যেন এলো ধরায়, পাখী আগমনি গায়,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে তার রাঙ্গা পায়।
তাহার পরশ বুঝি সুখের আবেশ আনে,
প্রাণ মোর নেচে ওঠে পুলকে শিহরণে।
তাহার প্রভায় হয় চারিদিক মধুময়।
আনন্দের বন্যা বুঝি আনিল ধরায়।

কাফি ২৫

তটিনী কেনরে ছুটে যায়?
কূল কেন পারেনা রাখিতে ধরিতায়
কি মহান প্রেম তার হৃদয় ভরিয়া রয়,
যাহার প্রভাবে তার গতি এতো দ্রুত হয়।
সাগর উদ্দেশ্য করি ছুটিতেছে অগ্রসরি,
পথ হতে বিঘ্ন বাঁধা দূরেতে সরায়।
জীবন প্রবাহ মোর তটিনী স্রোতের মতো,
অনন্তের পানে যেন ছুটে যায় অবিরত।
সংসার বন্ধন যতো আর বিঘ্ন বাঁধা শত
অতিক্রম করি যেন তাঁর চরণে মিলায়।

ভজন ২৬

সুখ যদি তুমি চাও খোঁজ অসঙ্গের সঙ্গ।
ঘুচে যাবে চির তরে মায়ামোহের রঙ্গ
নাহি সেথা শোক তাপ নাহি দুঃখ ভয়,
নাহি সেথা লাভালাভ জয় পরা জয়।
আছে শুধু আনন্দ নীর আর প্রেম তরঙ্গ।
পরম সুখে করিবে সেথা তুমি বিচরণ,
ঘুচে যাবে চিরতরে জন্ম মরণ।
অসঙ্গের কাছে থাকি হোয়ে যাবে অসঙ্গ॥

গজল ২৭

সুখের আশে ভুলের বসে আসা যাওয়া করি সদাই।
সাধ মেটে না নেশা ছোটে না দুঃখের বোঝা শুধু বাড়াই।
নয়নে যাহা দেখিতে পাই কানেতে যাহা শুনি,
নকল কে আমি আসল ভেবে ঘরে টেনে আনি।
তারা কেবল দুঃখের আঁধার সুখের আলো সেথায় নাই।
বাহিরে যতো খুঁজিব আমি সুখ খুঁজে পাবো কোথা?
মরী চিকার মাঝে জল খুঁজে বেড়ান শুধু বৃথা।
চারিদিকে দুঃখের বালি ভরা রোয়েছে সদাই।
বাহিরে খোঁজা ছাড়িয়া দিয়া অন্তর দিকে যদি তাকাই।
হয়তো সেথা দেখিতে পাবো সুখের ভাণ্ডার ভরা সদাই।
ঘুচিয়া যাবে চিরতরে জন্ম মরণ বালাই।

বাউল ২৮

লোকে সুখের আশায় মায়ার পাশে আবদ্ধ হইয়া যায়।

তারা কোন মতে বাঁধা হোতে ছাড়ান পেতে নাহি চায়।
যতো তাদের দুঃখ বাড়ে তত্তো বাঁধন আকড়ে ধরে,
এই রূপে কতো জন্ম দুঃখে কষ্টে কেটে যায়।
ভাগ্য ক্রমে কোন সময় ভগবানের কৃপা হোলে,
সৎগুরু আসি তাদের মুক্তির উপায় দেয় বোলে।
তখন সাধনার ফলে মায়ার পাশ খুলে,
সকল দুঃখ কষ্ট হোতে তখন তারা রেহাই পায়॥

জয় জয়ন্তী ২৯

মনের ভুল কবে হবে শেষ,
কবে যাবো আমি সত্যের দেশ।
অজ্ঞান আঁধার যেথা নাহিরয় জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়।
থাকে না সেথা আর ভ্রান্তির লেশ।
শান্তির মলয় সেথা সতত বয় চিত্ত থাকে সদা সুস্থ অনাময়।
সেথায় নাহি অভাব দৈন্য, হৃদয় থাকে বাসনা শূন্য
আনন্দ সেথা থাকে অশেষ॥

সিন্ধু ৩০

পথে পথে ঘুরে বেড়াই আমি সদাই।
স্থির হোয়ে থাকিবার ঠাঁই মোর কোথাও নাই।
সদা কোলাহল মাঝে ব্যস্ত থাকি বাজে কাজে,
কতো দুঃখ কষ্ট আমি পাই যে সদাই।
কতো দিনে ঘুচে যাবে এই রূপে পথ চলা,
বিরামের পাবো দেখা ঘুচিবে দুখের মেলা।
শান্তিরে যতন কোরে রাখিব হৃদয়ে ধোরে
চির তরে দূর হবে যত অশান্তি বালাই।

খাম্বাজ ৩১

দুঃখের আঁধারে যেন গো তোমারে কখনও আমি ভুলে না যাই।
যেন সকল সময় মোর মনে রয় তুমি কৃপা ময় সন্দেহ নাই।
তাই সংসারেতে আমি যতো দুঃখ পাই, তোমার করুণ, সংশয় নাই,
মোহের আবেশে যদি ঘুম আসে কঠিন আঘাতে জাগানো চাই।
তাই বারে বারে কতো যত্ন কোরে শিক্ষা দিতেছ আমারে প্রভু,
সংসার খেলায় ভুলিয়া তোমায় দূরেতে যেন থাকিনা কভু।
যেন তোমার চরণে রাখি সদা মন, তোমার করুণা করিয়া, স্মরণ,
তোমার উপর করিয়া, নির্ভর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি সদাই।

সিন্ধু খাম্বাজ ৩২

যেখানে নাই কোন দুঃখবেদনা ভুলভ্রান্তি আর মিথ্যা ভয়।
নাহি যেখানে কোনো লাভালাভ আর কোন জয় পরাজয়।
অজ্ঞানের যেথা নাহি স্থান রহেনা মিথ্যা অভিমান,
যেথা শ্রদ্ধা ভক্তি আর প্রেম জ্ঞানের সাথে এক হয়ে রয়।
যদি থাকে এমন কোনো দেশ আগে থেকে তারে চিনে রাখো,
সেখানে তোমায় যেতে হবে এ কথা যেন তুমি ভুলে না থাকো।
যখন বাজিবে বিদায় ভেরী পারের ঘাটে লাগিবে তরী,
তাহাতে উঠি যাবে তুমি সে দেশে ইহা যেন স্থির নিঃসংশয়॥

সিন্ধু কাফি ৩৩

যতো ভাবি ভুলিবনা, ততো তোমায় ভুলে থাকি।
যতো ভাবি রাখিব কাছে ততো তোমায় দূরে রাখি।
যদি ভাবি মন মাঝে পূজিব তোমায় সকাল সাঁঝে,
সকল কাজের শেষে দেখি সেটা শুধু আছে বাকি।
কতো দিনে ভুল ভ্রান্তি একেবারে ঘুচে যাবে।

একমাত্র সার তুমি মনের নিশ্চয় হবে

কহি তব গুণ কথা গাহি তব স্তব গাথা।

বাঁধিব মনেতে মোর তোমার ভকতি রাখী।

ইমন৩৪

জয় হর মহেশ্বর

ভূতনাথ ভবানী পতি ঈশান শিব শঙ্কর।

শিরেতে জটার জাল পূর্ণেন্দু শোভিত ভাল,

বেষ্টিত ভুজগ কাল, কটিতে বাঘাম্বর।

নীল কণ্ঠ পশুপতি আশুতোষ ভোলানাথ

তোমার চরণে প্রভু করি প্রণিপাত।

তোমার করুণা পেলে পার হবো অবহেলে,

অপার দুঃখ জলধি অসীম দুস্তর।

পূরবী ৩৫

বেলা যায় অস্তাচলে গেলো দিন মণি,

তিমির বসন পরি আসিছে রজনী।

পাখীরা এসেছে ফিরে তাহাদের সুখ নীড়ে।

বিরাম আসিছে নামি ধরাতে আপনি।

কোলাহল গেছে থামি চারিদিক নীরব।

মলয় আনিছে ধীরে কুসুম সৌরভ।

কাহার স্নেহের কোলে কে যেন নিতেছে তুলে,

আসিল কি মুক্তি দিতে শান্তিময়ী জননী।

ভজন ৩৬

মনরে তাহারে দেখিতে হবে, তার বাণী শুনিতে হবে।

তারে হৃদয়ে ধরিতে হবে, তার ভাবেতে ডুবিতে হবে।

শাস্ত্র গুরুজন মুখে লভ তার জ্ঞান,
হৃদয় মন্দিরে বোসি করো তার ধ্যান।
ক্রমে ক্রমে করুণায় তার পরশ তুমি পাবে,
হৃদয় মাঝে ভক্তি প্রীতি আসি উদয় হবে।
ভক্তি ভরে এক মনে করিলে ভজন,
অবশ্য পাইবে তুমি তার দরশন।
তখন তার বাণী তুমি কানে শুনিতে পাবে,
তাহার প্রেমে তোমার মন ডুবে মজে যাবে।

মূলতান ৩৭

বাজে ঐ গোধুলি লগনে
বিদায় বেলার সকরুণ সুর ক্লান্ত সান্ধ্য সমীরণে।
জীবনের কাজ করে নাও শেষ যাইতে হইবে কোন দূর দেশ,
বিলম্ব আর করিওনা তুমি যাত্রার আয়োজনে।
যাহা কিছু দেখ নিকটে তোমার অন্তঃসার শূন্য সবে,
তোমার সুদূর যাত্রার পথে কিছু না কাজে লাগিবে।
কেবল যিনি সকলের সার সত্য জ্ঞান আর আনন্দ অপার,
করুণা তাঁর পাথেয় করো তোমার অন্তিম গমনে॥

পুরিয়া ৩৮

বাহির হলে খুঁজিতে তুমি বেলা করি শেষ।
আঁধার এলে কেমনে বলো মিলিবে উদ্দেশ।
যখন ছিলো দিনের আলো খোঁজা তোমার উচিত ছিল,
আঁধার পথে খুঁজিতে যাওয়া যাতনা অশেষ।
পথের মাঝে হয়তো তুমি বিঘ্ন বাঁধা পাবে,
আধেক পথ এগিয়ে গিয়ে হয়তো থেমে যাবে।

তবে যদি পাও এমন সাথী আঁধার পথে যে ধরবে বাতি,
তাহলে তোমার খোঁজার পথে হবেনা বেশী ক্লেশ।

রাম প্রসাদী ৩৯

(আমি) মিছে তারে খুঁজে বেড়াই।
সে রোয়েছে অন্তরে মোর অন্তর্যামী রূপে সদাই।
সে রোয়েছে সর্ব্বভূতে আমি খুঁজি মন্দিরেতে,
তাহার স্বরূপ জানিনা বোলে আমি হারাই সর্ব্বদাই।
কত্তো দিনে ভুল-ভাঙ্গিবে আপন ঘরে বোসে রবো,
নিজের অন্তর মাঝে তাহার আমি দেখা পাবো।
যাইব না মন্দিরেতে খুঁজিব না তীর্থেতে,
নিজের ঘরেতে বোসি হেরিব তারে আমি সদাই।

বাগেশ্রী ৪০

মায়ার আঁধারে রাখিয়াছ মোরে,
তাইতো তোমারে দেখিতে না পাই।

আমি ভাবি আলো দেখিতেছি ভালো,
আঁধারেতে ঢাকা তাহা জানা নাই।

আঁধারের পরপারে কোন্ আলোক পাথারে,
লুকায়ে রয়েছ তুমি গোপনে সদাই।

অজ্ঞান আঁধারে রাখি তুমি মোরে দাও ফাঁকি,
নয়ন আড়ালে তাই তোমারে সতত রাখি।

কবে এ অজ্ঞান ঘোর দূর হোয়ে যাবে মোর,
তোমারে দেখিতে পাবো সদা সর্ব্বদাই।

কেদারা ৪১

সৃষ্টির প্রভাতে সুখের আশাতে বাহির হয়েছি সংসারখেলায়।
কতো যুগ গেলো আশা না পূরিল এখনো সাধের খেলানা ফুরায়।
সুখের আশাতে বাহির হইয়া দুঃখেরে আমি লয়েছি বরিয়া,
তাহারি কবলে নয়নের জলে দিন গুলি মোর কাটিয়া যায়।
কতোদিন পরে এখেলা আমার একেবারে থেমে যাবে,
দুঃখের রজনী হবে অবসান সুখের প্রভাত হবে।
সকল খেলার করি অবসান সেই দেশে আমি করিব প্রয়ান
যেখানে অনন্ত প্রীতির প্রবাহ চিরদিন ভরে বহে যায়।

হাম্বির ৪২

তাহারে কি কভু ভোলা যায়, মিথ্যা খেলায়?
সে রোয়েছে নিশিদিন সদা ঘিরিয়া আমায়।
তাহারি আলোকে আমি নয়নে দেখি,
তাহারি বাতাসে আমি জীবন রাখি।
তাহারি অন্নেতে এই দেহ পুষ্টি পায়।
সে রোয়েছে সুখে দুঃখে হাঁসি ও রোদনে,
সে রোয়েছে ধ্যানে জ্ঞানে স্মরণে মননে।
শয়নে স্বপনে আর তন্দ্রায় নিদ্রায়।
সে রোয়েছে কাছে মোর আবার সুদূরে,
আমার হৃদয় মাঝে আবার বাহিরে।
এ বিশ্ব ভোরিয়া আছে তাহারি সত্তায়॥

ছায়ানট ৪৩

কোন্ দোষে তুই রাখলি বেঁধে মায়াময় সংসার কারায়।
আয় মা শ্যামা কাছে আমার বাঁধন খুলে দিবি আয়।

কতো যুগ যুগ ধোরে রাখলি মোরে কারা ঘরে,
পরাণ আমার ভোরে আছে কতো দুঃখ বেদনায়।
ছিল যদি খেলার সাধ সে সাধ আমার মিটে গেছে,
কতো কঠিন আঘাত পেয়ে ভাল শিক্ষা মোর হয়েছে।
এবার বাঁধন ছাড়া পেলে পালিয়ে যাবো দূরে চোলে,
আর আমি দিবনা ধরা দুঃখভরা সংসার খেলায়।

সাহানা ৪৪

বাজিল শ্যামের বাঁশী আবার নিকুঞ্জ মাঝে।
ছড়ায়ে করুণা সুধা আজি ম্রিয়মান সাঁঝে।
মোহন মুরলী তার বাজিতেছে বার বার,
আকুল আহ্বান তার পশে মোর হৃদিমাঝে।
বাঁশী বলে চোলে আয়, সময় ফুরায়ে যায়,
কতো দিন ভূলে রবে অলীক মিথ্যা মেলায়।
ফুরায়ে গেলো যে বেলা আসিছে যাবার পালা,
এখনো কি খেলা ঘরে বোসে থাকা আর সাজে॥

ইমন কল্যাণ ৪৫

বেলার শেষে পাবো না কি আমি তাঁরে হায়?
সারাটি জীবন বুঝি কাটিল বৃথায়।
সকাল কাটিয়া গেছে ধুলা খেলায়,
দুপুর কাটিল মোর সংসার মেলায়।
এখন সাঁঝের বেলা বোসিয়া আমি একেলা,
ভাবিতেছি কি উপায়ে তাঁরে পাওয়া যায়।
পরম দয়াল তিনি প্রেমের পাথার,
জীবগণ প্রতি তাঁর করুণা অপার।

কাতরে ডাকিলে তাঁরে অবশ্যই কৃপা কোরে,
আসিয়া দিবেন দেখা আমারে ত্বরায়।

ভজন ৪৬

মনের মলা প্রাণের জ্বালা কিছুতে তোমার যাবে না
শ্রীহরি পদে ভকতি প্রীতি যতোদিন তোমার হবেনা।
তিনি যে সকলের সার বাকি সব জেনো অসার
জগতে যাহা দেখিতে পাও চিরদিন তাহা রবেনা।
কল্যাণ গুণ আকর তিনি যে করুণাময়,
তাঁর ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়।
তাঁর পদে রাখিবে মতি ঘুচিবে সকল দুর্গতি,
শোক তাপ ভুল ভ্রান্তি কিছু আর তোমার রবেনা।

দুর্গা ৪৭

অন্তরের সকল ব্যথা,
মনের মালিন্য আর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা,
যাঁহার কৃপায় দূরে যায় কেননা তুমি ডাকো তাঁয়,
কেননা তুমি তাঁহার কাছে জানাও প্রাণের কথা।
পরম দয়াল তিনি, অশেষ করুণা তাঁর,
তাঁহার কৃপায় ঘুচেযায় শোক তাপ সবাকার।
হৃদয়ে তুমি পাইবে বল মন হয়ে যাবে স্বচ্ছ সরল
চিরতরে দূর হবে সকল অন্তর ব্যথা।

সোহিণী ৪৮

স্মৃতির মাঝে লুকিয়ে থাকে অতীতের কত দুঃখ কথা,
মনের মাঝে কখন আসি বাড়ায় তারা প্রাণের ব্যথা।
জীবন নিত্য দুঃখে পূর্ণ আবার তাতে অতীত দৈন্য,
দুঃসহ কোরি তুলিয়া ধরে জীবনের ব্যাকুলতা।

কেমন কোরে নাবিয়া যাবে অন্তরের এই বেদনা ভার,
চিরতরে ঘুচিয়া যাবে অতীতের দুঃখ সম্ভার।
জ্ঞান অগ্নির দহন বিনা তাদের নাশ কভু হবেনা
যতন কোরে জ্বালিয়া রাখো মনের মাঝে তাই জ্ঞানের চিতা।

কামোদ ৪৯

আজি মানস নিকুঞ্জে মোর গাহেনা কেন প্রাণের পাখী ?
কি বিষাদ ঘন ঘটায় রোয়েছে তার গগন ঢাকি।
বহেনা সেথা আশার বাতাস শুধু নিরাশার দীর্ঘশ্বাস,
বহিছে সেথা প্রবল বেগে বাড়ায়ে আঁধার থাকি থাকি।
কতো দিনে হৃদয়ের এ দুর্যোগ কেটে যাবে,
জ্ঞানালোকে নিকুঞ্জ বীথি আবার আলোকিত হবে।
বহিবে শান্তির বাতাস থাকিবেনা আর হাহুতাশ,
প্রেমের পুলকে প্রাণের পাখী কল তানে উঠিবে ডাকি॥

গৌড় সারঙ্গ ৫০

কতো দিন রবো পথ চাহিয়া
কতো যুগ এলো কতো গেল কাটিয়া
বোসিয়া নিরাশা পথে আশারে রাখিয়া সাথে
প্রীতির মালিকা খানি গাঁথিয়া।
বিরহ বাতাসে মোর মালিকা শুকায়ে যায়,
বিনা সে প্রেমের বারি কেমনে বাঁচার তায়।
কবে তোমার কৃপা হবে হৃদয়ে আসি বোসিবে,
মালিকাটি দিব পায়ে তুলিয়া॥

বৃন্দাবনী সারঙ্গ ৫১

আমার কতো পথ হোলো যে চলা।
অজানা পথেতে চলিতে চলিতে হইলাম বুঝি পথ ভোলা।

যতো দূর আমি দেখিতে পাই পথের শেষ কোথাও নাই,
এরূপে আর কতোই চলিব ফুরায়ে আসিল বেলা।
অনাদি কালের এই পথ চলা কতো দিনে হবে শেষ,
কতো দিনে আমি পেঁছিতে পারিব আমার গন্তব্য দেশ।
সেখানে চির বিশ্রান্তির ঘরে নিজের স্বরূপ পাবো আমি ফিরে,
চির কাল তরে হবে অবসান এই পথ চলার লীলা।

দেশ ৫২

(আমি) হইবনা পথ হারা।
পেয়েছি যখন দেখিতে তোমার করুণার ধ্রুব তারা।
চলিয়া তাহার নির্দ্দেশ মত দেখিতে পাইব সেই মহাপথ,
যে পথে নাই শোক তাপ ক্লেশ, আছে শান্তির সমীর ভরা।
স্বচ্ছ সরল অবন্ধুর চির বাঞ্ছিত মহাপথ,
যে পথে চলিলে সহজে সবার পূর্ণ হয় মনোরথ।
সেই পথ ধরি চলিয়া যাইব সহজে তোমার নিকটে পেঁছিব,
সেখানে তোমার প্রেম নগরীতে হয়ে রবো চির আত্ম হারা।

পিলু মিশ্র ৫৩

হৃদয়ের দ্বারে আমি দিয়াছি শিকল।
তাইতে তোমার বাণী প্রাণে আমি নাহি শুনি,
তাইতে জীবন মোর হয় যে বিফল।
দুঃখনদী স্রোতে তাই আমি সদা ভেসে যাই,
সব পরিশ্রম মোর হয় যে নিস্ফল।
কতো দিনে রুদ্ধ দ্বার আবার খুলিয়া যাবে,
তোমার করুণা আসি প্রাণে মোর ছোঁয়াদেবে।
ঘুচে যাবে দুঃখ দৈন্য প্রাণ মোর হবে ধন্য,
তোমার প্রেমেতে হবে জীবন সফল।

মিশ্র ৫৪

(তুমি) দেবে নাকি দেখা আমারে?
আমি ডাকি কতো তোমায় বারে বারে।
তুমি দূরে থেকে বাঁশরী বাজাও বাঁশী সুরে প্রাণ টেনে নাও,
বিনিময়ে তুমি দিয়ে যাও ব্যাকুলতা হৃদি মাঝারে।
কতো তুমি করিবে খেলা বাড়াইয়া প্রাণের জ্বালা,
এ দিকে যে বিদায় বেলা ঘনায়ে আসিছে আঁধারে।
তবু মনে আশা জেগে রয় তুমি যে বড়ই দয়াময়,
দেবে দেখা আসিলে সময় থাকিবে না ভুলিয়া মোরে।

দাদরা ৫৫

তাঁহার কথা কেমনে মুখেতে বলা যায়?
ভাষাতে বর্ণনা তাঁর কভু কি যোগায়
মায়ার শরীর ধোরে রয়েছেন এ সংসারে,
কতো নাম রূপে তিনি নিজ মহিমায়।
বাহির নয়নে শুধু দেখা যায় আবরণ,
জানিতে না পারা যায় তাঁর কিছু বিবরণ।
খুলিয়া মায়ার ঠুলি বিবেক নয়ন মেলি
তাঁহার স্বরূপ তবু কিছু দেখা যায়।

সুরট ৫৬

সুনীল গগনে চন্দ্র তপন যাঁহার আরতি করে,
বিশ্বদেবগন গাহে স্তুতি গাথা যাঁহার প্রণব স্বরে।
অসংখ্য তারকা কুসুমের মত যাঁহার চরণে ফোটে অবিরত,
যাঁহার অনন্ত প্রেম মহিমায় রয়েছে বিশ্বভোরে।
তাঁহারি চরণ কমল হইতে সুরধনী ধারামত,
নামিয়া আসিছে করুণার ধারা জগতে অবিরত।

বারেক সে পূত পাবন নীরে অবগাহন যে করিতে পারে,
শত জনমের অন্তরের মলা ধুয়ে যায় চির তরে।

ভৈরব মিশ্র ৫৭

আকাশ হতে কাহার বীণার সুর
নেবে এলো ধরার মাঝে মোহন মধুর।
সুরের লহর বাতাসে বহে যায়,
বৃক্ষলতা হাঁসিতেছে সবে ইসারায়।
বনের পাখী তোলে তান পুলকে ভরপূর।
এমন সময় মানব হৃদয় কেনো থাকো বোসি ?
প্রেমের স্রোতে সারা জগত যাবে এবার ভাসি।
ঘুচে যাবে পরস্পরে হিংসা দ্বেষ ভাব,
জাগিবে সবার প্রাণে প্রীতির সদ্ভাব.
জগতের দুঃখদৈন্য হবে চির দূর।

গারা মিশ্র ৫৮

ফুলের সাজে তোমারে আজ সাজিয়ে দিব প্রেমের ঠাকুর !
গলায় দিব ফুলের মালা, পায়েতে দিব ফুলের নূপুর।
পরিয়ে দিব ফুলের বসন, বোসিতে দিব ফুলের আসন,
সারাটি অঙ্গ ভোরিয়া দিব দিয়া ফুল আভরণ।
ফুলের মত তোমার ঠোঁটে মধুর হাঁসি উঠবে ফুটে,
আনন্দে মোর প্রাণের তারে উঠিবে বেজে মধুর সুর।
তখন আমার মনের বনে ভক্তি প্রীতির কুসুম গুলি
আনন্দে উঠিবে ফুটি, চাহিবে প্রেমের নয়ন খুলি।
আমার হৃদয় পদ্মাসনে বসায়ে তোমায় সযতনে,
সাজিয়ে দিব মনের ফুলে মোহন সাজে চির মধুর !

তিলক কামোদ ৫৯

মাথার মাণিক পায়ে ফেলে চোখ বুজিয়ে মাড়িয়ে যাই।

এমনি কোরে সারা জীবন ভুলের বসে আমরা কাটাই।
মিথ্যারে বসায়ে রাখি সত্যের বেদীরো পরে।
সুখেরে বিদায় দিয়া দুঃখেরে আনি বরণ কোরে।
সারা জীবন তাহারি তরে এতো দুঃখ কষ্ট পাই।
কতো দিনে ভুল ভ্রান্তি হবে চির অবসান,
সত্যেরে দেখিতে পাবো সুখের পাবো সন্ধান।
মাথার মাণিক মাথায় রেখে সদানন্দে রবো সদাই।

জিলা ৬০

স্বপন মাঝে বিশ্ব জগত কতো লুকিয়ে রয়।
কখনো থাকে অস্তমিত কখনো উদয় হয়।
কখনো আলোর ঘরেতে আসি বাজায় তাহারা সুখের বাঁশী,
কখনো আঁধার কন্দরে রয় তারা দুঃখময়
জাগরণে দেখি এই বিশ্বের মেলা।
স্বপ্নের মাঝে লুকিয়ে থাকে কতই লীলা
যাঁহাহোতে সম্ভব হয় তিনি যে বড় রহস্য ময়,
কখনো করেন সৃষ্টি আবার কখনো প্রলয়।

কানাড়া ৬১

শ্রীহরি চরণ পদ্মে সদা রাখো মন।
পতিত পাবন তিনি অধম জন তারণ।
অশেষ কল্যাণ দাতা বিশ্বের পরম পিতা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনি অনাদি কারণ।
প্রথম পুরুষ তিনি সকলের আদিগুরু,
ভক্ত বৎসল আর বাঞ্ছা কল্পতরু।
তাঁর যে কৃপা পায় অনায়াসে তোরে যায়,
চির তরে ঘুচে যায় সংসার পথে ভ্রমণ।

গান্ধারী ৬২

স্থুখের সন্ধানে মিছে ফেরা।
বিশাল ধরণী এই রয়েছে দুঃখেতে-ভরা
মরীচিকার জল যেমন সংসারে স্থুখ তেমন,
আশার ছলেতে ভুলি বৃথা অন্বেষণ করা।
ত্রিগুণে রচিত যাহা তাহার মাঝে স্থুখ থাকেনা।
তাহার মাঝে স্থুখ খোঁজা শুধু মিথ্যা বিড়ম্বনা।
ত্রিগুণের অতীত যা হয় নিত্য শুদ্ধ অনাময়
আনন্দের সাগর সে যে স্থুখ বারিতে সদাই ভরা।

বেহাগ ৬৩

এসো মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী!
অভয়া বরদা নিত্যা পরা শক্তি সনাতনী।
কামাদি রিপু সকলে করে মা মহা সমর,
তাহাদের তাড়নাতে ব্যাকুলিত অন্তর।
তাই মা ডাকি তোমারে রক্ষা করো আসি মোরে,
চিরদিন রণে তুমি শত্রু নাশ কারিণী।
তোমার অভয় বানী দিবে প্রাণে মহাবল,
থাকিব সংসার রণে অচল অটল।
রণ শেষ হোলে পরে দিও মা তোমার পুরে,
চির শান্তিময়ী স্থিতি ওমা মুক্তি প্রদায়িনী।

দাদ্‌রা ৬৪

(মনরে) সদাই কেন তাঁহারি নাম গাওনা তুমি প্রেমের সুরে?
সংসারের দুঃখ জ্বালা ঘুচিবে তোমার চির তরে।
মধুর নাম রসের মাঝে কত যে স্থুধা লুকায়ে আছে,
প্রাণ ভোরিয়া পান করিলে ভুলিবি না স্বাদ জনম ভোরে।

নামের সাথে এক সূত্রেতে নামী সদা গাঁথা রয়,
প্রাণের টানে ডাকিলে পরে নামী আসি উদয় হয়।
বারেক তাঁরে নয়ন ভোরে যে কভু দেখিতে পারে,
ডুবিয়া যায় সে চির তরে অনন্ত সুখ সাগর নীরে।

বেহাগ খাম্বাজ ৬৫

দেবতা দাঁড়ায়ে আছে দ্বারে।
ডাকিতেছে তোমারে কতই বারে বারে
তুমি নিজ ঘুম ঘোরে ভুলিয়া রয়েছ তারে
দিতেছ না সাড়া তাই এক বারো মৃদুস্বরে।
কতো কাল বলো আর এরূপে দাঁড়ায়ে রবে,
তোমার সাধের ঘুম কখন আর ভাঙ্গিবে।
কখন দুয়ার খুলি নেবে তারে ঘরে তুলি,
বসাবে আসন পাতি হৃদয় বেদীরোপরে

ভুপালী ৬৬

সত্তের পরশ কবে প্রাণে লাগিবে।
চিতের প্রকাশে চিত্ত আলোক পাবে।
ভ্রম নেত্র যাবে চোলি বিবেক নয়ন মোলি,
হেরিব জগত পুনঃ নূতন ভাবে।
অসীম সাগর মাঝে বুদ্বুদ মত,
চিদার্ণবে ফুটিতেছে জগত কতো।
বুদ্বুদ যত ক্ষণ ভিন্ন ভাব ততক্ষণ
বুদ্বুদ ভাঙ্গিলে সব এক হোয়ে যাবে।

হাম্বির মিশ্র ৬৭

সুখের আশে সারা জীবন দুঃখের বোঝা বোয়ে বেড়াই।
লাভের আশায় ব্যবসাতে লোক সানের ভাগ বাড়াই সদাই।

আসল নকল কতো দিনে লইব ভাল কোরে চিনে,
মরীচিকার জলের খোঁজে কাটাব না সময় বৃথাই।
যাহা চির স্থায়ি হয় অপরিণামী অব্যয়,
শোক তাপের পরপারে সদাই আনন্দ ময়।
যদি - তার সন্ধান মেলে চির তরে যাবে চোলে,
শোক তাপ দুঃখ দৈন্য যতো আশান্তি বালাই।

সিন্ধু মিশ্র ৬৮

অনাদি কালের জীবন স্রোতে ভাসিয়া শুধু যাই।
কোথায় আছে বিরাম তার ঠিকানা বুঝি নাই।
শুধু ছুটিতেছি এই মহা স্রোতে যুগ যুগ ধোরি অনন্তের পথে,
কোথায় রোয়েছে শেষ পারাবার বিশ্রান্তির যেথা ঠাঁই।
কোথায় যাইলে এই মহাবেগ একেবারে থেমে যাবে,
পাইবে সেথা চরম স্থিতি, শান্তির দেখা পাবে।
চির জীবনের এই উত্তেজনা যেখানে যাইলে আর থাকিবে না,
যেখানে রয়েছে পরমা শান্তি প্রীতিতে ভরা সদাই।

তিলং ৬৯

অরুণ বীণায় কার সুর বাজিল?
দিক দিগন্ত তাই গানে ভোরিল।
পুলকেতে তাই ধরা হইয়াছে আত্ম হারা,
কুসুম অধরে তাই হাঁসি ফুটিল।
কেবা সেই যাদু কর মোহিনী পরশে,
ভোরিল এ সারা বিশ্ব সুখ আবেশে।
কেন নাহি এক বার দেখা আমি পাব তার
কেন নাহি কাছে আসে দূরে রহিল।

কাফি সিন্ধু ৭০

আসিলে কি প্রিয় মোর ঘুম ভাঙ্গাতে গভীর রাতে ?
বাজায়ে মোহন বাঁশী মোর হৃদি আঙ্গিনাতে।
তোমার মধুর বাঁশীর সুরে নিদ্রার আবেশ ঘোর গেল দূরে,
পরাণ আমার বুঝি উঠিল ভোরে মধুর শান্তি সুষমাতে।
কি ঘোর দুঃস্বপ্ন ছিল এই মোর নিদ্রা ঘিরে,
কতো দুঃখ ভাবনায় রেখেছিল তারে পূর্ণ কোরে।
শুনি তোমার মোহন বাঁশী হৃদয়ের যত দুঃখ রাশি,
উজান স্রোতে-যেন গেল ভাসি আমার প্রীতি যমুনাতে।

বাউল ৭১

আমি ভুলের বশে এসেছি সোরে।
তোমার নিকট হোতে প্রভু অতি দূরে
তুমি কতই ডেকেছ মোরে আদর কোরে,
তবু রয়েছি সোরে।
তোমার নিকট হোতে এসে সদাই দুঃখ পাই,
মনে মনে ভাবি সদাই আবার ফিরে যাই।
কিন্তু কি মোহ আমাকে সদাই দূরেতে রাখে,
তোমার কাছে এগিয়ে গেলে, আবার আসি ফিরে।
কতো দিনে এ মোহ মোর একেবারে যাবে,
তোমার কাছে যেতে প্রাণে উৎসাহ জাগিবে।
সোজা পথ যাবো ধোরে একেবারে তোমার ঘরে,
তোমার কাছে রবো সদাই থাকিব না আর দূরে।

রাম প্রসাদী ৭২

চল্লো মন হই শ্মশান বাসী।
হর হৃদি পদ্মাসনে যেখানে শ্যামা মুক্ত কেশী।

যেথানে বৈরাগ্য চিতার অনলে বাসনা কামনা সব যায় জ্বলে,
সকল কর্ম্ম ফলের নাশ করেন নিজে সর্ব্বনাশী।
যেখানে অভয়া বরদা মাতা বরা ভয় করে ধোরে,
সকল ভক্ত গণের বাঞ্ছা দেন তিনি পূর্ণ কোরে।
চলো মন সেই পূণ্য ভূমিতে মায়ের চরণে প্রণাম কোরিতে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মায়ের আশীষ লইয়া আসি।

কীর্ত্তন ৭৩

মোর হৃদি বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সনে এসো নটবর ঘনশ্যাম।
বাজাও মূরলী ওহে বনমালী নব তান তুলি সুরে অবিরাম।
তোমার মোহন বাঁশরী সুরে হৃদয় নিকুঞ্জ যাবে মোর ভোরে,
সেথা যতো পাখী উঠিবে ডাকি কল তানে গাহি-যুগল-নাম।
মোর প্রেম যমুনাতে উজান স্রোতেতে বহিয়া যাইবে প্রীতির বারি,
যতন কোরিয়া রাখিব ভোরিয়া শ্রদ্ধার গাগরী তাহাতে ভোরি।
দোঁহার রাজীব চরণ কমলে ধুইয়া দিব গাগরীর জলে,
ভকতি কুসুম অঞ্জলি দিয়া পূর্ণ কোরি মনস্কাম।
গোবিন্দের এই মনের কামনা পূরণ করিতে বিমুখ হোয়োনা.
কোরি নিবেদন কমল লোচন দোঁহার চরণে প্রাণের প্রণাম।

ঝিঞ্ঝিট মিশ্র ৭৪

মোহের ঘুমে মনের সুখে বেশত তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।
সহসা কি দুঃস্বপ্ন দেখে বুঝি চক্ষু খুলিলে।
বুঝি তোমার আশার মুকুল পড়িল ঝোরে না হোয়ে ফুল,
তাইতে চিত্ত হোল ব্যাকুল হতাশ চোখে চাহিলে।
ঘুম যদি ভেঙ্গে থাকে, ভালো কোরে জেগে থাকো,
স্বপ্নের বিলাসে আর গা ঢালিয়া দিও নাকো।

সত্যের দিকে থাকো চেয়ে মিথ্যারে দাও দূরে সরায়ে,
অশেষ কল্যাণ করিবে লাভ বিবেক চক্ষু খুলে গেলে।

দরবারি কনাড়া ৭৫

কেন তাঁহার কথা মনে নাহি হয়?
বিশ্বের পিতা তিনি মঙ্গল ময়'
পতিত পাবন তিনি অধম তারণ.
তাঁহারি স্মরণে সব দুঃখ দূর হয়।
জপ তাঁহারি নাম তুমি নিশিদিন,
বিফল চিন্তায় কোরো না আয়ু ক্ষীণ।
ডাকো প্রাণ ভোরে, সতত তাঁহারে,
ঘুচিবে চির তরে জন্ম মৃত্যু ভয়।

দেশ মিশ্র ৭৬

কার বাঁশী দূরেতে
থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিছে অজানা সুরেতে।
বাঁশরী তুলিছে নব নব তান আকুল করিছে মোর মন প্রাণ,
হৃদয়ের স্রোতে আনিয়াছে বান পারিনা ধোরিয়া রাখিতে।
কেন সে এমন করিয়া বাজায় গৃহে থাকা মোর হোল বুঝি দায়,
আমারে বুঝি নিকটেতে চায় কিসের বারতা বোলিতে।
আনিল কি সে অমৃতের কথা অমরাবতীর সুখ বারতা,
আমারে বুঝিবা বলিবে সেথা যাইতে ত্বরিত গতিতে।

মিশ্র দাদরা ৭৭

তাহার দেখা পাবো কেমনে?
সারাটি জগত খুঁজিয়া আর কেমনে মিলিবে সন্ধান তার,
সে রোয়েছে লুকায়ে আমার মনের বনে সঙ্গোপনে

এখন আমার মনের মাঝে খুঁজিতে হবে সকাল সাঁঝে.
কোথায় সে লুকায়ে আছে নিভৃত কোণে নিরজনে।
জ্বালিতে হবে জ্ঞানের প্রদীপ তাহার দেখা পাবার তরে,
ভক্তি ও প্রীতির তৈলে রাখিতে হবে পূর্ণ কোরে।
তাহাতে যদি দেখা তার কভু ঘটে মনে আমার
রাখিব ধোরে তারে এবার আমার প্রাণে অতি যতনে।

মল্লার ৭৮

বাদল বরিষণ সাথে
কাহার অভাবে জল আসে আঁখি পাতে।
কতো আশা বুকে রাখি পথ পানে চেয়ে থাকি,
প্রীতির মালিকা রাখি তার গলে দোলাতে।
বাহিরেতে বারিধারা ভিজায় ধরায়,
তাহার বিরহে মোর অন্তর শুকায়।
কতোদিন পরে আর দেখা আমি পাব তার
পরাব প্রীতির হার তার গলে সুখেতে।

তিলং খাম্বাজ ৭৯

(হায়) জীবনে বুঝি এবার মিলিল না দেখা তার বুঝি বা আমার।
দিবা বিভাবরী তার নাম ধোরি ক:তাই তাহারে আমি ডাকি বার বার।
মনে ছিল আশা মিটবে পিপাসা, পারিব ধোরিতে তারে হৃদয় মাঝার।
কিন্তু সে যে বড় সুকঠিন সতত দূরেতে থাকে,
যতোই কাতরে ডাকি ধরাদেয় না মোর চোখে।
কবে তার কৃপা হবে, নিকটে আসিবে পূজিতে পারিব দুটি চরণ তাহার।

দরবেশী ৮০

জন্ম মরণ এই দুই ব্যাধি রহিয়াছে এ সংসারে।
অনাদি কাল হোতে জীব ভুগিতেছে বারে বারে।

ঘুচাইতে এ দুই ব্যাধি খুঁজিতে হবে ঔষধি,
যাহার সেবনে ব্যাধি ঘুচে যাবে চিরতরে।
গুরু নামী বৈদ্য আছে ঔষধ আছে তার কাছে
তাঁর কৃপা হোলে পরে ঔষধ দেবেন সেবন তরে।
নিয়ম মতো করিলে সেবন ঘুচে যাবে রোগ বন্ধন,
রোগ মুক্ত হোলে পরে সংসার আর থাকিবে নারে।

খাম্বাজ দাদরা ৮১

(হেথা) সুখের সন্ধান করা বৃথা

সংসারে সুখের আশা বালুচরে বাঁধা বাসা,
আকাশ কুসুমে মালা গাঁথা।
চাঁদেরে ধরিতে যথা আকাশেতে হাত তোলা,
মায়ামৃগ অন্বেষণে অরণ্যেতে পথ ভোলা।
তৃষ্ণা মিটাবার তরে বিজন মরু মাঝারে,
জল খুঁজে পাওয়া যাবে কোথা।
রজ্জুতে সর্পের ভ্রমে ভয়েতে কাঁপিয়া সারা,
মায়ার কুহকে ভুলি হইতেছে আত্ম হারা।
কবে ভুল ভেঙ্গে যাবে পথের সন্ধান পাবে,
আনন্দের রাজ্য রোয়েছে যেথা।

মিশ্র ৮২

কতো দিন দূরে রবো?

কতোদিন হায় তোমায় আমায় দেখা আর নাহি সম্ভব।
কতোই উঠিল চাঁদ সুনীল গগনে, কতোই গাহিল পাখী তমাল কাননে
কতোই পরিল শ্যামল ধরণী ফুল সাজ অভিনব।
তবুও তুমি আসিলে না কাছে দিলে না মোরে দেখা,
পূজার বুঝি হইয়াছে ত্রুটি প্রাণ হীন বুঝি ডাকা।

আবার তোমারে পূজিব আমি যতনে, ডাকিব আবার তোমায় প্রাণের টানে।
তবুও যদি নাহি দাও দেখা আঁখির জলেতে ভাসিব।

বাউল ৮৩

যদি মোর প্রাণের বীণা বেজে উঠে বেসুর ধোরে।
তোমারে গান শোনাব তাহোলে আমি কেমন কোরে।
অবাঁধা বীণার সুরে বেদনা উঠিবে ভোরে,
গান শুনে নয়ন তোমার জলেতে উঠিবে ভোরে।
তোমার নয়ন বারি কেমনে সহিতে পারি,
তখনি গান গাওয়া মোর থেমে যাবে একে বারে।
অবাঁধা বীণাতে তাই গান শুনাতে নাহি চাই,
যদিও হৃদয় মোর কাঁদিছে তাহারি তরে।

ভজন ৮৪

বাঁশরী বাজায় সুমধুর সুরে, কেন সে দূরে
সুরের সুষমা রাশি ছড়ায়ে সুধার হাঁসি
আমার পরাণে আসি আকুল করে (মোরে)
কেন সে এমন কোরে বাঁশরী বাজায়
এখন ঘরেতে থাকা হোল বুঝি মোর দায়।
সাধ হয় যাই ছুটে পড়ি তার পদে লুটে
চরণ দুখানি রাখি হৃদয়ে ধোরে (মোর)।

ইমন ৮৫

শুনিবেনা কি প্রাণের কথাটী ?
মন্দিরে বোসে থাকো পাষাণ দেবতাটি।
কতো ডাকি তোমায় আমি আদর কোরে,
বারেক দাওনা সাড়া চাহনা ফিরে।

তবু আমি পোড়ে থাকি চরণে লুটি।
মন দুঃখে যদি যাই দূরেতে সোরে,
ভাবি মনে আসিবনা মন্দিরে ফিরে।
তখনি কিন্তু মনে পড়ে তোমার চরণ দুটি,
আকুল প্রাণে আসি আমি চরণে ছুটি।

পটদীপ ৮৬

তোমায় আমায় মিলন ঘটা সহজ ব্যাপার নয়।
তোমায় আমায় প্রভেদ দেখে মনে হয় সংশয়।
আমি দুঃখ্যে মুহ্যমান দুঃখাতীত তুমি মহান্
আমি শক্তি হীন তুমি সর্ব্ব শক্তি ময়।
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি তুমি বিভু জগত স্বামী,
অজ্ঞ আমি সর্ব্বজ্ঞের বীজ তোমার মাঝে রয়।
তুমি প্রভু আমি ভৃত্য শাসনাধীন আমি নিত্য
সখা বোলে ডাকিতে তোমায় সাহস নাহি রয়।
তবে যদি প্রেমের টানে নাও তুমি মোরে বুকেটেনে
তোমার সাথে মিলন আমার অসম্ভব নয়।

মুলতান ৮৭

তোমারি কথা বলিব প্রভু তোমারি গান গাহিব।
তোমার মধুর উপদেশ বাণী শ্রবণে সদা শুনিব।
তোমার প্রেম করুণার কথা অন্তরে মোর সদা রবে গাঁথা,
জগতে তোমার মহিমা হেরি নয়ন মোর জুড়াব।
তোমার চিন্তায় জ্ঞানে ভাবনায় সতত রবো মগন,
তোমার স্বরূপ ধেয়ানে আমি করিব সদা যতন।
জপিতে জপিতে নাম নিশিদিন যখন আমার আয়ু হবে ক্ষীণ,
তোমার চরণ স্মরণ করিয়া কলেবর আমি ত্যজিব।

ইমন কল্যাণ ৮৮

মনের বনে বাসনা কুসুম ফুটে রয়।
আপাত দৃষ্টিতে তারা রমণীয় হয়।
সুখের সুগন্ধে তারা থাকিবে ভোরে,
এই আশা হৃদি মাঝে রাখিয়ে ধোরে।
কিন্তু হয় বিপরীত তারা সুবাস রহিত,
ব্যথার কাঁটাতে তারা সদা ভরা রয়।
যতনেতে ফুলগুলি ফেলিলে তুলি,
বেদনার কাঁটাগুলি যাইবে চোলি।
বাসনা কুসুমহীন তখন মনো বিপিন
শান্তির চন্দন গন্ধে হবে মধুময়।

মালগুঞ্জ ৮৯

হৃদয় পটের মাঝে প্রেমের মূরতি আঁকো।
মানস নয়ন ভোরি সতত তাঁহারে দেখো।
ভকতি কুসুমাঞ্জলি দাও তাঁর পদে তুলি,
প্রীতির চরণ ধুলি যতনে অঙ্গেতে মাখো।
প্রাণের চামর দিয়ে ব্যজন করো তাঁহারে
শ্রদ্ধার প্রদীপ জ্বালি রাখো আরতির তরে।
মরম বীণার তারে বাজায়ে মৃদু ঝঙ্কারে,
তাঁহার মহিমা গান সতত গাহিতে থাকো।

ইমন পূরবী ৯০

বেলা হোল শেষ সন্ধ্যা নেমে এলো।
বাহিরের কাজ ফেলে রাখি, আপন কাজে ঘরে চলো।
সকাল থেকে বসায়ে মেলা বাহিরের কাজে গেলো বেলা,
আসল কাজের অবহেলায় সময় তোমার কেটে গেলো।

এমনি কোরে কতোদিন আপনারে দিবে ফাঁকি,
জীবন তোমার ফুরিয়ে এলো কটাদিন আর আছে বাকি
এখনো থাকিতে সময় পাথেয় তব করো সঞ্চয়
বাহিরে যদি আঁধার থাকে হৃদয় মাঝে প্রদীপ জ্বালো।

কেদারা ৯১

যদিও এখনও রয়েছে সময় যাত্রার পথ অনেক বাকি।
কিসের লাগিয়া কাটাও সময় পথের মাঝেতে বোসিয়া থাকি।
কোন অনশ্চিত সুখ প্রলোভনে থামিতেছ তুমি পথে ক্ষণে ক্ষণে,
বিলম্ব করিছ যাত্রা সমাপনে নিশ্চিত ফলেরে দূরেতে রাখি।
পেয়েছ যখন পথেব সন্ধান থামিয়া যেওনা পথের মাঝে,
মিথ্যা প্রলোভনে ভুলি ব্যাঘাত দিওনা যাত্রার কাজে।
যখন কোরিয়া যাত্রা সমাপন ঈপ্সিত দেশেতে করিবে গমন,
সকল বাসনা হইবে পূরণ পাইবার কিছু রবেনা বাকি।

কামোদ মিশ্র ৯২

মোহের আবেশে যদি তোমারে ভুলিয়া থাকি।
কঠিন আঘাতে মোর ভুল ভেঙ্গে দেবে নাকি ?
তোমার আঘাত পেলে বুঝিব পরশ দিলে,
মোহ অবসাদ মোর যাইবে দূরেতে চোলে।
বিবেক নয়ন মোর বারেক যাইবে খুলে.
দেখিব সত্যের রাজ্য কতো দূরে ফেলে রাখি।
তোমার আঘাত সে যে পরশ কাটি সোনার,
নব জাগরণ দিবে ঘুমন্ত প্রাণে আমার,
প্রীতির নয়ন মেলি চাহিব আমি আবার,
বাঁধিব হৃদয়ে মোর তোমার প্রেমের রাখী।

ভৈরবী ৯৩

ভোরের বেলায় করুণ সুরে গান গেয়ে কে যায়।
কি আছে তার মনের মাঝে বুঝে উঠা দায়।
নয়নে তার অশ্রু ঝরে প্রাণ কাঁদে তার কিসের তরে
শুধু গানের সুরে বলে আমার কাছে আয়।
কি ধন আছে তাহার কাছে, কি পারে সে দিতে
যাহার তরে ডাকে সবায় তাহার কাছে নিতে।
বুঝি আছে হৃদয়ে তার অতুল প্রেম সম্ভার,
যাহার ভাগ প্রাণে সবার বুঝি দিতে চায়।

ছায়ানট ৯৪

চলবি যখন পথের মাঝে দেখবি পথে বিঘ্ন কতো।
অভীষ্ট পথে চলিতে গেলে বাঁধা পাবি অবিরত।
কখনো রৌদ্রের তেজে থেমে যাবি পথের মাঝে,
কখনো ঘন ঘটা আসি আঁধার কোরি দেবে পথ।
কখনো আকাশে চাঁদ ছাড়াবে সুষমা রাশি,
কুসুম ফুটিয়া বনে হাঁসিবে মধুর হাঁসি।
তাদের শোভা দেখিতে দাঁড়াবে যতো পথেতে,
যাত্রার করিতে শেষ বিলম্ব হইবে ততো।

তিলক কামোদ ৯৫

কেমনে এড়াব আমি দুর্ভাগ্য আমার।
সে যে মোর কাছে কাছে ফেরে অনিবার।
যাবে কি মরণ হোলে সে দুর্ভাগ্য মোর চোলে
অথবা জনম সাথে ফিরিবে আবার।
কি কার্য্য সাধন ফলে দুঃখ যাবে দূরে সোরে,
ঘুচিবে দুর্ভাগ্য মোর একেবারে চিরতরে।

কিবা সে মহাঔষধি ঘুচাবে দুর্ভাগ্য ব্যাধি.
জনম মরণ স্রোতে ভাসিব না আর।

ভজন ৯৬

শ্রীহরি চরণ পদ্মে সতত রাখিবে মতি।
পরব্রহ্ম নারায়ণ তিনি জগতের পতি।
পাইয়াছ নরদেহ অশেষ পুণ্যের ফলে,
করিওনা কালক্ষয় বৃথা কার্য্যে অবহেলে!
করো সদা তাঁর গান জপ তাঁর নাম,
জনম সার্থক হবে হইবে সফল কাম।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু তিনি অগতির গতি,
তাঁহার কৃপাতে হবে বিষ্ণুলোকে গতি সেথা চিরন্তনী স্থিতি।

গৌরী ৯৭

তুমি ভুলিয়া থাকিবে তাঁরে কেমনে।
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে এই ভুবনে।
যাঁহার আদেশে ওঠে রবি শশী আসে বর্ষ ঋতু আসে দিবা নিশি,
কাননে কাননে ফোটে ফুলরাশি তারকা শোভে গগনে।
সর্ব্বশক্তিমান যিনি ভগবান পরম দয়াল করুণা নিদান,
পাইলে যাঁহার কৃপা কণা দান ধন্য হয় নর জীবনে।

দুর্গা ৯৮

লোকের মুখে শুনি কথা,
অচিন্ত্য অব্যক্ত যিনি জানা যায় কি তার বারতা।
কোনো বস্তুর পরিচয় না দেখে সম্ভব নয়
লোক মুখে জানিতে চাওয়া সে যে শুধু চেষ্টা বৃথা।
চিন্ময় বস্তুর দেখা কেমনে সম্ভব হবে,
চর্ম্ম চোক্ষে দেখা তার কি রূপে বলো সম্ভবে।

তবে ভক্তি যুক্ত ধ্যানে তারে মানস নয়নে,
দেখার সম্ভাবনা আছে, থাকে কি কভু অন্যথা।

মালকোষ ৯৯

কেমনে তারে রাখিবে দূরে।
সে যে আছে তোমার কাছে সকল অন্তর ভোরে।
সে আছে তোমার স্বপনে নিদ্রায় আর জাগরণে,
সে আছে তোমার প্রাণে মনে সুখ দুঃখের ভিতরে।
সকল চিন্তা ভাবনার মাঝে, তাহার সত্তা সদা বিরাজে,
তোমার গমনে উপবেসনে সকল চেষ্টায় সকল কাজে।
এতই কাছে রয়েছে, তারে কেমনে রাখিবে সতত দূরে,
অথবা সে বুঝি তাহারি মায়া রেখেছে নয়ন আবৃত কোরে।

কামোদ ১০০

(তুমি) রাখিবে মোরে চরণে জানি।
ঘুচায়ে নিরাশা রজনী আঁধার আশার প্রভাতে আমারে আনি।
তোমার অসীম করুণা মহিমা মুছাবে আমার প্রাণের কালিমা
হৃদয়ে আনিবে প্রেমের সুষমা ভোরিবে পুলকে পরাণ খানি।
অতীতের যত দুঃখ আবর্জ্জনা রাখিব দূরেতে সরায়ে।
সত্যের নির্ম্মল শুভ্র পথেতে থাকিব সতত দাঁড়ায়ে।
যখন শুনিব বিদায়ের বাঁশী তখন তোমার সুমোহন হাঁসি
লইবে মোরে অভয় প্রদ চরণ আশ্রয়ে যতনে টানি।

গান্ধারী ১০১

যখন প্রভাতে অরুণালোকে শুনিব আশীষ বাণী,
মধ্যাহ্নে আবার প্রখর রৌদ্রে দেখিব দণ্ড পাণি!
সন্ধ্যার নিভৃত ছায়ে সুবাসিত মৃদুবায়ে,
তোমার করুণা সুধা শান্তি দিবে প্রাণে আনি।

রজনী যখন গভীর আঁধারে হারাবে পথ তার,
তোমার প্রেমের বীণার তারে বাজিবে মৃদু ঝঙ্কার।
আলোকে আঁধারে মোরে রাখিবে নিকটে ধোরে,
সারটি জীবন মোরে রাখিবে আশ্রয় দানি।

জিলা ১০২

কতো দিনে তোমার পথে বাহির হবো?
তোমার গান গেয়ে গেয়ে পথে চলিব।
শুধাইব সুধীগণে তোমার দেখা পাবো কেমনে,
পথের সন্ধান পেয়ে আমি তোমায় খুঁজিব।
যতোদিন তোমার আমি পাবনা দেখা,
মনের দুঃখে নয়ন জলে ভাসিব সখা।
তোমার দেখা পেলে পরে উঠিব গিয়ে তোমার ঘরে,
চির সাথী কোরে আমি তোমারে লবো।

বিভাস মিশ্র ১০৩

ভুলে যদি থাকি তোমায় তুমি মোরে ভুলে থেকনা।
তোমার করুণা হোতে মোরে দূরে ফেলে রেখোনা।
অতি তুচ্ছ হীন আমি তুমি প্রভু জগত স্বামী,
দীন হীন বোলে মোরে তুমি প্রভু ঘৃণা কোরোনা।
অল্পজ্ঞান বোলে আমি থাকি সদা সোরে দূরেতে,
সর্ব্বজ্ঞ তুমিত প্রভু পারো নাকি তাহা বুঝিতে।
তবে কেন তুমি মোরে ফেলিয়া রাখিছ দূরে
তোমার চরণ তলে তবে কেন মোরে রাখোনা।

বেহাগ ১০৪

কতোদিনে বলো তোমার দেখা পাইব।
কতোদিন আশা পথ চেয়ে থাকিব।

কবে তোমার কৃপা হবে মোরে আসি দেখা দিবে,
নয়ন যুগল ভোরি তোমায় হেরিব।
বেদনা ব্যথিত প্রাণে দিন গুলি কেটে যায়,
পাইব তোমার দেখা থাকি শুধু সেই আশায়।
কবে হবে শুভক্ষণ পাবো তব দরশন,
মন সাধ মিটাইয়া চরণ পূজিব।

কেদারা মিশ্র ১০৫

মনরে গাওনা প্রাণের বীণার সুরে তাঁহার মধুর নাম।
যাঁহার কৃপাতে হবে তুমি সফলকাম।
অনাদি কাল হোতে সংসার মাঝে আসিতেছ কতোই সাজে।
বিবিধ জনমে ভুগিতেছ দুঃখ অবিরাম।
সকল দুঃখের হইবে শেষ লভিবে তুমি শান্তি অশেষ,
অমৃত রসের আস্বাদনে হবে তুমি আপ্ত কাম।

মিশ্র ১০৬

কবে তোমার মোহন বাঁশী বাজবে হৃদয় মাঝে।
সেই আশাতে বোসে থাকি আমি সকাল সাঁঝে।
কবে মনের কুঞ্জবনে আসিবে তুমি সঙ্গোপনে,
বোসিবে হৃদি পদ্মাসনে ভুবন মোহন সাজে।
তখন মনের কুঞ্জবনে উঠিবে কুসুম ফুটি,
সেই কুসুমে সাজার তোমার রাঙ্গা চরণ দুটি।
হেরি তোমার মুখের হাঁসি, সুধা সাগরে যাবো ভাসি,
রাখিব ধোরি হৃদয় মাঝে আমার হৃদয় রাজে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ ১০৭

চলো মন যাত্রা কোরি হৃদয়ের শ্রীবৃন্দাবনে।
যেখানে বোসে আছেন হরি দ্বাদশ দল পদ্মাসনে

মূলাধার তীর্থ হোতে চলোযাই বায়ু রথে,
কুণ্ডলিনী আলো জ্বালি রন্ধ্র পথে সঙ্গোপনে।
পথে আছে স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর তীর্থ,
ব্রহ্মা রুদ্র থাকেন তথায় ভক্তগণ পূজে নিত্য।
তাঁহাদের পূজা সারি চলো মন অগ্রসরি,
অনাহত বৃন্দাবনে হেরিবে সেই নারায়ণে।

বেহাগ খাম্বাজ ১০৮

বেদনা যখন হৃদয় পাত্র রাখিবে পূর্ণ কোরে
নিরাশা যখন মানস গগন রাখিবে আঁধারে ভোরে।
দুঃখের রজনী অশান্তি বায়ে থাকিবে সতত পূর্ণ,
আলেয়ার মত বাসনা যখন বাড়াবে আঁধার দৈন্য।
তখন কাতরে ডাকিলে তোমারে চাহিবে নাকি মোর পানে ফিরে,
মমতা হীনের মত তুমি থাকিবে কি দূরে সোরে।
অথবা তোমার করুণাবারি দুখানল দেবে নিভায়ে,
আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দেবে নিরাশা আঁধার সরায়ে
তোমার প্রেমের অমৃত সুধা মিটাবে মোর প্রাণের ক্ষুধা,
তোমার মোহন রূপের প্রভা রাখিবে হৃদয় ভোরে।

খাম্বাজ ১০৯

মোর মানস নিকুঞ্জ মাঝে এসো শ্রীহরি।
বনমালা গলে ধোরি এসো তুমি গিরিধারী,
পরি পীত বাস করে মুরলী ধোরি।
হৃদয় আসন মোর রহিয়াছে শূন্য,
অঙ্গের পরশ দিয়া কর তারে ধন্য।
চরণ ধুইয়া দিব দিয়ে নয়ন বারি।
অন্তর চাহিছে প্রভু সদা তব সঙ্গ,

কোরোনা কোরোনা নাথ তার আশা ভঙ্গ।
বিলম্ব কোরোনা হরি এসো ত্বরা কোরি।

শঙ্করা ১১০

কতো দুঃখে ডাকি তোমায় তবু সাড়া দাওনা আমায়
কেন তোমার হয় না দয়া বোঝা নাহি যায়।
করুণাময়ী জননী শোক তাপ বিনাশিনী,
এতোস্নেহ ভালবাসা লুকালে কোথায়।
হীনমতি হোলে ছেলে মাকি রাখে দূরে ফেলে.
অবোধ অশান্ত বোলে নেয় নাকি কোলে তুলে।
কেন এ কঠোর লীলা মোর প্রতি অবহেলা।
মা হোলে কি সন্তানেরে ভুলে থাকা যায়।

গৌরী মিশ্র ১১১

প্রভাত আজি কি সুর ধোরিল ?
অরুণ বীণার মৃদুল আঘাতে মধু ঝঙ্কার তুলিল।
সে বুঝি আনিল তাহারি বারতা, আকাশে বাতাসে কহিতেছে কথা,
কুসুম অধরে তাই বৃক্ষলতা মধুর হাঁসিল।
শ্যামল বসন পরিয়া ধরণী সাজিল তাহারি তরে
বিবিধ কুসুম পূজার ডালিতে রাখিল থরে থরে।
দিকবধূ গায় তার আগমনী, পাখীরা তুলেছে তাহারি রাগিনী,
মানব হৃদয় মন্দিরে তার বাঁশরী বাজিল।

সিন্ধু খাম্বাজ ১১২

কবে পাবো দেখা তোমার ওহে প্রিয়তম প্রেমাধার !
কবে হবে পরিচয় তোমার আমার
কবে তোমার সুধা বাণী আশার আলো দিবে আনি,
ঘুচে যাবে চিরতরে নিরাশা আঁধার।

বাসনা কামনা যতো অন্তরের আবর্জ্জনা,
ঘুচে যাবে হবো আমি স্বচ্ছ প্রাণ শুদ্ধ মনা।
নির্ম্মল হৃদয়াসনে বসায়ে আমি যতনে,
হেরিব তোমারে সদা হারাবনা কভু আর।

কাজরী ১১৩

শ্রাবণ আসিল ফিরে লোয়ে মেঘ গাগরী বরিষণ বারি তায় পূর্ণভোরি।
গুরু গুরু মেঘ ডাকে বিজলী খোঁজে কাহাকে,
রজনী আসিছে নামি আঁধার কোরি।
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস বহিছে পূবালী বায়,
আমার পরাণখানি কাঁদে তারসাথে হায়।
হৃদয় যাহার লাগি এতো আছে অনুরাগী,
পাবো কি দেখিতে তারে নয়ন ভোরি।
রজনী যতই বাড়ে ততো মনে হয় ভয়,
ফুরাল তাহার বুঝি আসার সময়।
শুধু আশা জাগে মনে আসিবে সে নিরজনে,
পূজার সময় হলে করুণা কোরি।

কীর্ত্তন ১১৪

কতো আর রাখিবে তুমি বদ্ধ কোরে প্রভু আমায়।
সুখ প্রলোভন দেখায়ে চির দুঃখ প্রদ সংসার কারায়।
দেখিনা কোন উপায়, রয়েছে দুয়ার বন্ধ শিকল বাঁধা পায়।
তুমি নিস্তার না কোরিলে কে আর কোরিবে নিস্তার বলোনা আমায়।
চরণে রাখি শরণ তুমি যে সবার প্রভু জীবন ও মরণ,
তুমি রক্ষা না কোরিলে কে আর রাখিতে পারে কি আছে উপায়।
গোবিন্দ কহিছে তাই তোমার নিকটে প্রভু এই ভিক্ষা চাই,
জীবনে স্মরণে রেখো, মরণেতে স্থান দিও তোমার রাঙ্গা পায়।

ঝিঁঝিট মিশ্র ১১৫

প্রভাত হইতে সুখের আশাতে ফিরিতেছি আমি তাহারি সন্ধানে।
যেখানেতে যাই দেখা নাহি পাই, হেরি সবে আছে বৃথা অন্বেষণে।
বাসনার নাহি পরিতৃপ্তি হেথা, সত্য সুখ বলো খুঁজে পাবো কোথা,
সুখ বোলে যারে রাখি প্রাণে ধোরে, দুঃখের বেদনা আনিদেয় প্রাণে।
বাসনা বিহীন যে হইতে পারে, সুখের সে দেখা পায়.
বাসনা অনলে সুখ নাহি মেলে, সন্তাপ বাড়িয়া যায়।
বিষয়ে বিরক্ত যে জন হোতে পারে, সুখের সন্ধান সেই নিতে পারে,
জয় পরাজয় যার সম হয় সত্য সুখ সে সতত জানে।

গজল ১১৬

মনের বনে ভকতি কুসুম যতই বিকসিত হয়,
সুখের সুবাস প্রাণের মাঝে ততই আমোদ কোরে রয়।
ঘুচে যায় শোক তাপ অন্তরের কাদা ধূলা
হৃদয় পাত্র হয় স্বচ্ছ, থাকেনা আর কোন মলা।
কে যেন তখন প্রেমের বাঁশী বাজায় তার নিকটে আসি
বাঁশীর তানে তাহার প্রাণে পুলক সতত ভোরিয়া রয়।
খুঁজিতে তারে মনের বনে যখন সে ঘুরে বেড়ায়,
হৃদয় পদ্মাসন মাঝে তাহার দেখা তখন সে পায়।
হেরিয়া তার রূপের প্রভা জগতের অতুল শোভা,
প্রেম অমৃতে হৃদয় পাত্র তখন পরিপূর্ণ হয়।

মিশ্র ১১৭

আমি তোমার চরণ যতন কোরিয়া সতত পূজিব স্বামী।
তোমার চিন্তায় ভাবে ভাবনায় কাটাব দিবস যামী।
থাকিবনা মত্ত মিথ্যা খেলায় কাটাবোনা কাল অবহেলায়,
তোমার ধারনা ধ্যানে যেন মগ্ন থাকি আমি।

স্বরগ হইতে তোমার করুণা আসিবে হৃদয়ে নামি।
হইব উৎসাহে সাহসে পূর্ণ ঘুচে যাবে ভয় হীনতা দৈন্য।
তোমার প্রেমের মধুর পরশ পাই যেন প্রাণে আমি।
হৃদয়ে তোমার মূরতি যেন হেরি সদা অন্তর্যামী।

গারা মিশ্র ১১৮

হৃদয়ের কুঞ্জ মাঝে ফুটিবে কবে চাঁদের আলো ?
ফুটিবে ফুল গাহিবে পাখী ঘুচে যাবে আঁধার কালো।
বহিবে সেথা ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ,
জাগিবে অন্তর মাঝে পুলকের শিহরণ।
তখন হৃদয় বেদীরোপরে পাতিব আমি যতন কোরে,
বোসিবার আসনখানি সাজায়ে কুসুম সাজে ভালো।
আমার আশার প্রদীপ জ্বালি থাকিবো আমি প্রতিক্ষায়।
তোমার আসার বাণী চাঁদ বোলিবে হাঁসির ইসারায়।
প্রাণের মাঝে বাজবে বাঁশী কুসুম চোখে ফুটবে হাঁসি,
তোমার রূপের বিমল প্রভায় আসন হবে সমুজ্জ্বল।

ভৈরবী ১১৯

(আমায়) ভুল পথেতে ছেড়ে দিয়ে রইলে তুমি দূরে সোরে।
এখন আমি কেমন কোরে ফিরে যাবো আপন ঘরে ?
পথে যদি আসে রাতি কোথা পাবো এমন সাথী
আঁধারে পথ দেখায়ে নিয়ে যাবে হাত ধোরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে পথের মাঝে কতো ভয়,
চোর দস্যু পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।
তাই তোমায় ডাকি প্রভু দূরেতে থেকোনা কভু
কাছে এসে পথ দেখায়ে নিয়ে চলো আপন ঘরে।

ভজন ১২০

পরম দয়াল প্রভু তুমি নারায়ণ!
নিখিল জগত প্রাণ অনাদি কারণ।
প্রথম পুরুষ তুমি সকলের আদি গুরু,
ভকত বৎসল হরি বাঞ্ছা কল্প তরু।
তোমার যে কৃপা পায় অনায়াসে তোরে যায়,
সার্থক হয় তার জনম গ্রহণ।
ভিখারী এসেছি আমি তোমারি দুয়ারে,
ভগ্নমনোরথ কোরি ফিরায়োনা মোরে।
আমি মূঢ় হীন মতি তুমি জগতের পতি,
অন্তিম সময়ে দিও চরণে শরণ।

কৌষিক ১২১

প্রণমি চরণ কমলে তব শ্রীমধুসূদন নারায়ণ।
এ দীন তনয়ে রেখো তব পায়ে দীন নাথ দীনবন্ধু দুঃখ নিবারণ
অলীক সুখের আশে সংসারেতে দিয়ামন,
অসীম দুঃখ সাগরে হইয়াছি নিমগণ।
তুমি কৃপাকোরে রক্ষা করো মোরে বিপদ ভঞ্জন তুমি নিস্তারণ।
তোমার করুণা পেলে অনায়াসে হবো পার,
দুস্তর দুঃখ জলধি মায়াময় সংসার।
তোমার চরণ আশ্রয়ে থাকিবসদা নির্ভয়ে চির তরে ঘুচে যাবে জনম মরণ।

কানাড়া মিশ্র ১২২

সংসারে সকল কাজে সকল সময়,
তোমার কথা মনের মাঝে সদা যেন রয়।
যাহা কোরি যাহা শুনি যাহা ভাবি আমি,
তাহার মাঝে তোমায় যেন ভুলে না যাই স্বামী।

জগতের সবই মিথ্যা কিছু সত্য নয়,
এই কথা মনের মাঝে সদা যেন রয়।
কতো লোক আসে কাছে কতো যায় চোলে,
কতো রাত দিন আসে সন্ধ্যা সকালে
জগতের কোন বস্তু চির স্থায়ী নয়।
সময়েতে সকলের হয়ে যায় লয়।
একমাত্র সত্য তুমি অন্য কিছু নয়,
এই কথা মনের মাঝে সদা যেন রয়।

খাম্বাজ বেহাগ ১২৩

এসো এসো ফিরে আপনার ঘরে,
মন পথিক তুমি কেনো বেড়াও ঘুরে।
সংসার পথে আছে শোক তাপ ধূলি,
ব্যথার কাঁটা পায়ে ফুটিবে কেবলি।
সে পথে নাহি সুখ পাবে মহা দুখ,
সারাটি অঙ্গ যাবে বেদনাতে ভোরে।
প্রানেতে শান্তি যদি তুমি চাও ঘরের দিকেতে ফিরিয়া তাকাও।
সেখানে জননী সুধা পাত্র করে,
আছে অপেক্ষায় সন্তানের তরে।
তুমি ফিরে এলে তোমারে নেবে কোলে,
শান্তিময় সুধা প্রাণেতে দিবে ভোরে।

সারঙ্গ ১২৪

কবে হবে তোমার সাথে মিলন প্রভু মোর।
মুছিবে চির তরে নয়নের লোর।
এই যে উদাস ভাবে সুদূরে চেয়ে থাকা,
ব্যথার গুরু ভার হৃদয়ে ধোরে রাখা,

হবে অবসান যেন দুঃস্বপ্ন ঘোর।
প্রভাত অরুণ সম সতত তোমাকে
দেখিতে পাবো আমি প্রেমের আলোকে।
হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে বোসিয়া নিরালা
যতনে গেঁথেছি প্রীতির কুসুম মালা,
বাঁধিব চরণে সে প্রীতির ডোর॥

বেহাগ মিশ্র ১২৫

আমার আঙ্গিনা মাঝে কে ওই দাঁড়ায়ে আছে,
নবজলধর শ্যাম রূপ মনোহর
হেরিও বদন শোভা পূর্ণ শশী মনোলোভা,
পুলকে ভরিয়া গেলো আমার অন্তর।
অতিথি দাড়ায়ে আছে আমার দুয়ারে,
কেমনে বরণ কোরে আনি তারে ঘরে।
কিবা পাদ্য অর্ঘদিবো কেমনে তারে তুষিব
কোথায় বসাব কোন বেদীর উপর।
চরণ ধুইয়া দিব নয়ন সলীলে,
অনুরাগ অর্ঘদিব শ্রীকর কমলে।
প্রীতির কুসুম হার পরাব গলেতে তার,
যতনে রাখিব হৃদে করি সমাদর॥

মিশ্র ভৈরবী দাদরা ১২৬

কোন সুদূরে পরাণ আমার উড়ে যেতে চায়?
কে যেন মোরে ভুলাইছে সুরের মায়ায়।
হৃদয় মাঝে কাহার বাণী মাঝে মাঝে যেন শুনি,
কাহার যেন হাত ছানি ডাকে ইসারায়।
ঘুমের মাঝে সুখের আবেশ কে আমারে দেয়,

কোন্ সায়রে ভাসাই তরী স্বপন লীলায়।
কবে আমার সময় হবে তাহার সাথে মিলন হবে,
রাখিবেনা ফেলি মোরে বিরহ ব্যথায়॥

মিশ্র ১২৭

আলেয়ার কাছে আলোর সন্ধান বৃথা।
মরীচিকাময় শুষ্ক মরুতে জল খুঁজে পাবে কোথা।
সংসারেতে আছে শুধু সুখ আশা প্রাণ ভরা তৃষা মিছে ভালবাসা,
নাহিসেথা প্রাপ্তি নাহিসেথা তৃপ্তি আছে সেথা শুধু ব্যাকুলতা।
কোথা হতে এলো এই সুখ স্মৃতি অন্তরেতে এতো চাওয়া,
কোথায় রয়েছে সে প্রেম বারিধি যার আশে এতো ধাওয়া।
জগতের এই কোলাহল মাঝে কোথায় সে নিধি লুকায়ে রোয়েছে,
যাহার পরশে আসিবে ফিরিয়া জীবনেতে সার্থকতা॥

হাম্বীর ১২৮

আমার নিভৃত মনোমন্দিরে
এসো নটবর হরি তুমি কৃপা কোরে।
বৃন্দাবন চন্দ্র এসো নবঘনশ্যাম পিতাম্বর হরি ত্রিবঙ্কিমঠাম,
এসো হৃষিকেশ, বনমালী এসো বাজায়ে মূরলী প্রেম যমুনা তীরে।
মুরলীর রবে সুললিত ছন্দে, মরমের বীণা বাজিবে আনন্দে
তাহারি সাথে সাথে, নাচিবে পুলকেতে নূপুর বাজিবে পায়ে সুমধুর সুরে॥

খাম্বাবতী ১২৯

সকল সময় যেন সকল কাজের মাঝে,
তোমার কথাটি যেন স্মরণ পথে বিরাজে।
নাম মধুর রসে যেন সদা হরষে,
গাহে মোর প্রাণের পাখী সদাই সকাল সাঁঝে
সংসার গহন মাঝে তুমি মোর ধ্রুব তারা,

তোমারে হেরিলে আমি হইবনা পথ হারা।
তব পদ লক্ষ্য কোরি যাবো আমি অগ্রসরি,
থাকিবেনা বিঘ্নবাধা কিছু আর পথের মাঝে ॥

সিন্ধু খাম্বাজ টপ্পা ১৩০

মহামায়ার কোলে বোসি দেখিব জগত লীলা।
কতো নাম রূপে তিনি করেন বিচিত্র খেলা
জগদ্ধাত্রী রূপ ধোরি এ বিশ্ব সৃজন কোরি,
কতো ভাবে কতো সাজে বসান সংসার মেলা।
কতো সুখ দুঃখ আর হাঁসি অশ্রু অভিনয়,
করেন মা জীব রূপে এই বিশ্ব সমুদয়।
পুনঃ করিতে খেলা শেষ মা পরেন সংহারবেশ,
মহাকালী রূপে তিনি ভাঙ্গিতে বিশ্বের মেলা ॥

ভজন ১৩১

পতিত পাবন তুমি দয়াময়।
অধম তারণ আর্ত্ত সহায়।
তোমার চরণ তলে যে লয় শরণ,
সকল দুঃখ তার করো বিমোচন।
তুমি তাপ হারী, মোহনাশ কারী,
ভুল ভ্রান্তি সব তার দূর হয়।
তোমার পদে যেন সদা মতি রয়,
এই ভিক্ষা মোরে দাও দয়া ময়।
অশেষ দুঃখে ভরা সংসার পাথার,
সহজে হোয়ে যাবো আমি প্রভু পার।
তব কৃপা বলে, যাবো সেথা চোলে,
চির সুখ শান্তি যেথা সদা রয়।

সুরট মল্লার ১৩২

যাঁহার জ্যোতি চন্দ্র তপন আলোক দিয়া জানায়।
যাঁহার কথা তারকা কহে হাঁসির ইসারায়।
সুনীল গগন বিশাল চোখে চাহিয়া আছে যাঁহার দিকে,
যাঁহার পরশ পাবার আশে পবন ছুটে বেড়ায়।
বৃক্ষ লতায় ফুল ফল শোভে যাঁহার পূজার তরে.
কল তান তুলি কল্লোলিনী যাঁহার গান করে।
কোথায় রয়েছে সেই রমণীয় যাঁহার প্রাপ্তি এত্তো বাঞ্ছনীয়
কেননা আমার সুপ্ত হৃদয় তাহারে দেখিতে চায়॥

দরবারী আশোয়ারী ১৩৩

যখন মোর হৃদয় মাঝে বাজবে তব পদ নূপুর,
তখন মোর হৃদয় বীণা তুলিবে ঝঙ্কার সুমধুর।
তখন রবেনা কাছে আমার মায়ার আবরণ আর,
দেখিব আছে আড়ালে তার লুকায়ে সুখ প্রচুর।
বেদনা ব্যথায় নয় বিধুর।
দেখিব আমি জগত মাঝে কোথায় প্রেমের রাজ্য আছে,
কোথায় তার পথ বিরাজে শুভ্র সরল অবন্ধুর।
জ্ঞানের আলোকে ভরপুর।

সাহানা মিশ্র ১৩৪

অচিন্ত্য অব্যক্ত চিন্ময় তুমি নিখিল জগত পতি।
দিগ দিগন্ত গাহিছে সতত তোমার মহিমা গীতি।
সুদূর গগনে রবি শশী তারা তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় তারা,
তোমার পুণ্য পরশে ধরা হোতেছে পুণ্য বতী।
আকাশে বাতাসে তোমার করুণা সতত ভোরিয়া আছে,
মেঘ করে তাই বারি বরিষণ বায়ুতে জীবন বাঁচে

তোমার চরণ কমল হইতে প্রেমের প্রবাহ নামিছে মহীতে,
তাহারি পরশে হৃদয় মুকুলে ফুটিবে সুরভি প্রীতি।

গৌড় মল্লার ১৩৫

বরষা নামিল আজি আষাঢ় সাঁঝে।
ধরার মাঝে আর মনের মাঝে।
আকাশ রোয়েছে ঘন মেঘে আবরি,
বেদনার মেঘ আছে হৃদয়ে ভোরি।
আকাশের বারি সাথে জল ভরে আঁখি পাতে
মেঘ গরজন মোর পরাণে বাজে।
কখন আসিবে ফিরে আমার প্রিয়,
বিরহ হোয়েছে তার অসহনীয়।
হৃদয় বেদীরোপরে বসায়ে যতনে তারে,
পূজিব চরণ দুটি সকাল সাঁঝে॥

পিলু বাঁরোয়া ১৩৬

মোর হৃদয়ের মুকুল কেন প্রেমালোকে ওঠেনা ফুটিয়া?
কি দুরন্ত বাসনার ঝঞ্ঝাবাতে পড়ে সব অকালে ঝরিয়া।
অন্তরের উৎস হোতে প্রেমের ঝরণা বাহির হইতে কেন পারেনা,
কি কঠিন ক্রূর পাষাণ তারে পদ তলে রাখে চাপিয়া।
বাসনার ঝঞ্ঝাবাত কবে যাবে থামি পাষাণ যাইবে দূরে সোরে,
প্রাণের মাঝেতে প্রেমের বাঁশরী বাজিবে মধুর সুরে।
হৃদয়ের মুকুল গুলি উঠিবে ফুঠি প্রীতির ঝরণা যাবে দ্রুত ছুটি,
তোমার প্রেমের আলোক পথে সেই কুসুম গুলি বহিয়া॥

ভৈরব মিশ্র ১৩৭

কবে তোমার প্রেমের বাঁশী তুলিবে মোহন তান।
সুরেতে ভোরিয়া যাবে এই বিশ্ব সুমহান।

আকাশে বাতাসে সুর বাজিবে সদা মধুর,
শুনিয়া জগত বাসী হবে হরষিত প্রাণ।
ঘুচে যাবে হিংসাদ্বেষ পরস্পরে, ভেদভাব,
আসিবে জগতে প্রীতি সাম্য মৈত্রী সদ্ভাব।
মতামত যাবে ভুলি সবে এক পথে চলি,
সমবেত কণ্ঠতুলি গাহিবে তোমারি গান॥

মিশ্র ১৩৮

পথিক তুমি যাবে কতো দূরে?
আকাশেতে মেঘ কোরেছে, দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে,
আঁধার এলো ঘিরে।
সম্মুখেতে রোয়েছে নদী ঝড় তুফান সেথা হয় যদি,
পারে যাওয়া হবেনা তোমার থাকিবে নদী তীরে।
তাই বলি বোসে থাকো হেথা বলো তোমার পথের কথা।
যাহার তরে হয়েছো তুমি বার পথের সন্ধান জানকি তাহার,
যদি জান পথের কথা বোলে যাও তুমি মোরে।

কীর্ত্তনাঙ্গ ১৩৯

তুমি দয়াল বলিয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি ফিরায়ে দিওনা।
তুমি কৃপাবান আমি যে ভিখারী কৃপা ভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হোয়োনা।
সুখের আশাতে দুঃখেরে ধরিয়া এতো দিন মোর গিয়াছে কাটিয়া,
বহু বেদনায় ব্যথিত হয়েছি মোরে দূরে ফেলে আর রেখোনা।
শোক দুঃখ ভারে কাতর অন্তর আমিপ্রভু অতি দীন,
সংসারেতে আমি আছি নিরাশ্রয় সান্তনা রহিত শান্তিহীন।
তুমি যে প্রভু করুণা পাথার এক কণা ভিক্ষা দাও প্রভু তার,
তাহাতেই হবো পূর্ণ মনোরথ আর প্রভু আমি কিছু চাইবনা॥

মিশ্র ১৪০

কবে তোমার উদ্দেশে আমি যাইব চোলি?
করিব যাত্রা শুভ শ্রীহরি বোলি?
চাহিবনা আমি ফিরে পিছন দিকে,
মায়ার বাঁধন যদি বাঁধে আমাকে,
সেই ভয়ে দ্রুত পদে যাইব চোলি।
অতীতের সব স্মৃতি যাইব ভুলি।
শুধু মনে থাকিবে তোমারি কথা,
যতো কষ্ট পরিশ্রম পথেরি ব্যথা
তোমারে হেরিলে ঘুচে যাবে সকলি।
চরণে তোমার দিব পরাণ তুলি।

ভীমপলশ্রী ১৪১

(প্রভু) কৃপা করো মোরে এই ভিক্ষা করো দান।
তব করুণার করিবনা প্রভু কোনমতে অপমান।
সকলের কাছে অবহেলা পেয়ে লাঞ্ছনা ব্যথা আমি বুকে লোয়ে
তোমার নিকটে আসিয়াছি প্রভু জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
যাতনার ভার দুঃসহ হোয়েছে বহিতে পারিনা আর,
বারেক প্রভু করুণা কোরি খোল মন্দির দুয়ার।
নয়ন ভরিয়া তোমারে হেরি চরণ দুখানি হৃদয়ে ধোরি।
সকল দুঃখের রজনী মোর কোরে দিব অবসান।

আলাহিয়া ১৪২

যাহার আরতি করে গগনেতে রবি শশী।
মহিমার গান গায় পুলকেতে দশ দিশি।
যাহার করুণা ধারা প্লাবিত করিছে ধরা,
কুসুম অধরে ফোটে যাহার মধুর হাঁসি।

অণু পরমাণু মাঝে যাহার শকতি রয়,
যাহার শাসনাধীনে বিশ্ব নিয়মিত হয়।
কবে সে জগত প্রাণ মোরে কোরি কৃপা দান,
ফুটাবে হৃদয়ে মোর প্রেমের সুষমা রাশি॥

ভাটিয়ালী ১৪৩

মোরে এই অবেলায় বজিয়ে বাঁশী আজ কে নাম ধোরে ডাকিছে.
কেমনে থাকিব ঘরে আমি আর, যাব তার কাছে।
সকাল থেকে ছিলাম ভুলে, আমি সংসার খেলায়,
সকল ভুল ভাঙ্গিল বাঁশী বেজে সন্ধ্যা বেলায়।
বাধা সরায়ে হৃদয় দুয়ার খুলে দিতেছে,
কিসের লাগি ডাকিছে বাঁশী আদরে আমায়।
সকল মন প্রাণ মোর বুঝি নিতে চায়।
তাইতে এতো সোহাগ কোরে মোরে সাধিছে।

গজল ১৪৪

আবার তুমি ফিরে এসো বৃন্দাবনে বনমালী।
বাজাও তোমার মোহন বাঁশী পঞ্চমেতে তান তুলি।
তোমার বাঁশরী সুরে আবার যমুনা তীরে,
আসিবে ব্রজের বালা লোকলাজ দূরে ফেলি।
নাচিবে গাহিবে তারা আনন্দে তোমারে ঘিরি।
বহিবে উজান স্রোতে আবার যমুনা বারি।
আকাশে উদিয়া শশী স্থির হয়ে রবে বোসি,
হাঁসিবে জগত বাসী শোক তাপ যাবে ভুলি।

গান্ধারী মিশ্র ১৪৫

কোথায় লুকায়ে আছো তুমি অন্তর্যামী!
কেমনে খুঁজিয়া পাবো, তোমারে আমি।

অন্তরেতে নাহি জ্যোতি যাহাতে জগত পতি
তোমারে দেখিতে পাবো দিবস যামী।
অন্ধকার সমাছন্ন মনের গুহায়,
আলোকিত কোরি প্রভু রূপের প্রভায়,
মোরে তুমি দাও দেখা পূর্ণিমার শশী রাকা
হৃদয় কমলে বোস হৃদয় স্বামী॥

পিলু ১৪৬

দীন তারিণী তারা পতিত পাবনী,
শরণাগতের তিনি উদ্ধার কারিণী।
তাঁহারি করুণা বলে পাইয়াছ ধরাতলে,
দুর্লভ মানব দেহ পরমার্থ খনি।
যে দেহ লাভের তরে দেবতারা যুক্তি করে,
অবিদ্যার পাশ হোতে মুক্তি লাভের তরে।
করিওনা বৃথাক্ষয় এ জীবন মূল্যময়,
মায়ের চরণে রাখো মতি দিন যামিনী॥

গজল ১৪৭

কতোদিনে আর হে প্রিয় আবার বাজিবে তব বাঁশরী?
কতোদিন হায় রবো অপেক্ষায় বুকে আশাধরি।
শুনিয়া যে বাঁশী যতো ব্রজনারী এসেছিল বনে গৃহপরিহরি,
কি প্রেমের টান তাহাদের প্রাণ রেখেছিল পূর্ণকোরি।
তব সুমোহন বাঁশরীর তানে নব জাগরণ এনে দিবে প্রাণে,
কতো সুখ আশা প্রীতি ভালবাসা রয়েছে সে সুরে ভোরি।
দিনে দিনে মোর আয়ু হয়ক্ষয় কোথায় রহিলে তুমি প্রেমময়,
এসো ত্বরা কোরি বাজায়ে বাঁশরী প্রাণে দাও প্রেম ভোরি॥

শ্রী ১৪৮

এতো কোরে ডাকি তোমায় তবুতুমি দাওনা সাড়াবারেক কৃপা কোরে।
কেমন কোরে তোমার দেখাপাবো, এমনি কোরে থাকিলে দূরে সোরে।
তুমি যে প্রভু দীনের বন্ধু পরম দয়াল করুণা সিন্ধু,
তবে কেন আমার প্রতি চাওনা তুমি বারেক করুণা নয়নে ফিরে।
করিলেও শত অপরাধ আমি যে তোমার আপন ঘরের ছেলে,
কেমন কোরে রাখিবে তুমি আমারে করুণা ঘরের বাহিরে ফেলে।
তোমাছাড়া উপায় অন্য নাই তাই তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা চাই
বারেক মোরে দেখা দিয়া লহ তুলে আনন্দময় প্রেমের মন্দিরে॥

মল্লার ১৪৯

আজি কাজল বাদল রাতে,
অশনি করে গুরু গরজন অবিরাম বারি পাত সাথে।
বিজলী থাকি থাকি চমকায় কাহারে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়,
গভীর আঁধার বুঝিবা তাহার সন্ধান চায়না দিতে।
ক্লান্ত ধরণী যেন অনাথিনী বোসিয়া কাহার তরে,
ফেলি দির্ঘশ্বাস পূবালী বাতাস তাহারে ব্যজন করে।
এমন সময় কাহার সন্ধানে বোসিয়া রয়েছি গৃহ বাতায়নে,
কোন দুরাশায় কার প্রতীক্ষায় নিদ নাহি আঁখি পাতে।

ভজন ১৫০

গোপাল গোবিন্দ এসো মুকুন্দ মুরারি!
পীতাম্বর নটবর মোহন বংশীধারী।
শিরে ধরি শিখি পাখা এসো ত্রিভঙ্গ বাঁকা
বন মালা গলে পরি যমুনা তট বিহারী।
সঙ্গে লয়ে ব্রজবালা বাঁমে রাধা প্যারী,
মোর হৃদি বৃন্দাবনে নৃত্য করো হরি।

হেরিয়া সে রাস লীলা জুড়াব প্রাণের জ্বালা
বহিবে উজানে মোর প্রেম যমুনা বারি।

দেশ খাম্বাজ ১৫১

কোথা তুমি লুকায়ে আছ প্রিয় সখা!
কেমনেতে পাব আমি তোমার দেখা।
কোন দূর নিরজনে অথবা মন বিপিনে,
রহিয়াছ সঙ্গোপনে মায়াতে ঢাকা।
তোমার করুণা বিনা কেমনেতে বলো,
দেখার বাসনা মোর হইবে সফল।
তাই মোরে কৃপা করি মায়া দাও দূর করি,
হেরিব রূপ মাধুরী অমিয় মাখা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ ১৫২

গুণাতীত বাসুদেব প্রভু নিরঞ্জন!
গুণান্বিত হোলে তুমি হোয়ে সংকর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন ভাবেতে পুনঃ সৃষ্টির করি মনন,
অনিরুদ্ধ ভাবে তাহা করিলে সাধন।
চারি ব্যূহে এই ভাবে যুগে যুগে বিরাজিবে,
আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ।
তোমার চরণে সদা যে জন ভকতি করে,
সদয় হইয়া প্রভু দেখা দাও তুমি তারে।
পরম মঙ্গল ময় তুমি নারায়ণ,
তব দরশন লাভ মুক্তির কারণ।
তোমার চরণে তাই ঐকান্তিকী ভক্তি চাই,
অন্তিম সময়ে যেন পাই দরশন।

মিশ্র ১৫৩

শ্যামা মায়ের চরণ দুটী ভিজিয়ে দাও আঁখি জলে।
মা আমার করুণা মূর্ত্তি রাখিবেন ত্বরা কোলে তুলে।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সুখদা মোক্ষদা তিনি,
ভোগ অপবর্গের দুয়ার রাখেন তিনি সদা খুলে।

ভক্তি ভরে ডাকিলে মাকে অভিমত ফল পায়,
কেহ মাথে ভোগের ধুলি মুক্তির চন্দন কেহ মাথে গায়।
বসায়ে বিশ্বের মেলা মাহামায়া করেন খেলা,
ব্রহ্মাবিষ্ণু দেখেই তুষ্ট শিব পড়েছেন পদ তলে।

গারা ভৈরবী ১৫৪

ফুরাইল বেলা জীবনের লীলা হয় বুঝিশেষ সংশয় আঁধারে।
এতোদিন ধরি শুধু ভ্রমে ঘুরি খুঁজিলাম সুখ সংসার মাঝারে।
মিটিল না আশা বিফল চেষ্টায় প্রাণ ভোরে গেলো শত বেদনায়.
তাই নিরজনে ভাবিতেছি মনে কেমনে তরিব মরণ পাথারে।
কোথায় রয়েছে শোক তাপ হারী পরম দয়াল পারের কাণ্ডারী,
সন্দেহের ভার ঘুচায়ে আমার তীরেতে আনিবে পারের তরী।
তাই বারে বারে ডাকি যে কাতরে এসো প্রেম ময় থাকিওনা দুরে,
করুণার বলে লও পায়ে তুলে রাখ চির তরে শান্তির আগারে।

ভৈরবী ১৫৫

গানে গানে সাজায়েছি নৈবেদ্য আমার,
সাদরে রাখিনু প্রভু চরণে তোমার।
হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে ভাবের কুসুম যতো
নানা বর্ণে নানা ছন্দে হইয়াছে বিকসিত।
যতনে তাদের তুলি ভোরেছি প্রীতির ডালি
ভক্তি সূত্রে গাঁথিয়াছি মালিকা তাহার।
শোভা হীন গন্ধ হীন হয়তো হয়েছে তারা।
অভিমান অস্ত্র তাতে হয়তো তাহারা ভরা।
দোষ গুণ মিশে আছে আমার নৈবেদ্য মাঝে
তুচ্ছ বোলে কোরিওনা অনাদর তার।